আফগানিস্তানে মাজারে বন্দুক হামলায় নিহত ১০

সারে-জমিন

২০২৬-এ তৃণমূল ২৬০টি আসন পাবে: ফিরহাদ

রূপসী বাংলা

শিক্ষার অধিকার, বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় স্কুল ছুট সমস্যা

সম্পাদকীয়

প্রফেসর হুমায়ুন কবির: অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ

রবি-আসর

জয়সোয়াল-রাহুলের জুটিতে অস্ট্রেলিয়াকে চোখ রাঙাচ্ছে ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৪ নভেম্বর, ২০২৪
৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 317 ■ Daily APONZONE ■ 24 November 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

মহারাষ্ট্রে ভোট কমলেও জয় এনডিএর, ঝাড়খণ্ডে জয়ী ইন্ডিয়া জোট

মহারাষ্ট্রে ১০ মুসলিম বিধায়ক, ঝাড়খণ্ডে জয়ী চার সংখ্যালঘু

আবু আসিম আজমি

রইস কাসাম

মুশরিফ হাসান

হারুন খান

সানা মালিক

সাজিদ খান পাঠান

আসলাম রঞ্জন আলি

ইসমাইল আব্দুল খালিক

আবদুস সাত্তার

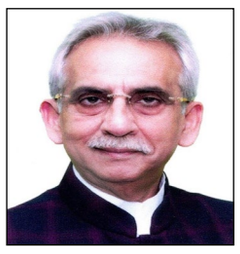

আমিন প্যাটেল

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহায়ুতি মহারাষ্ট্রে ঐতিহাসিক ভূমিধসের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল, যার ফলে ২৮৮ সদস্যের বিধানসভায় ২৩০টিরও বেশি আসন পাওয়ার পথে ছিল, এমভিএ-কে পুরোপুরি চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল, যা ৫০টিরও কম আসনে নেমে এসেছিল, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডে জেএমএম প্রথম দল হিসাবে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা ধরে রেখেছিল।

সবচেয়ে বড় বিষয় হল মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ভোট পেয়েছে ৪৯.৬ শতাংশ। যা গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ১.৮৯ শতাংশ কম। গত বিধানসভার তুলনায় কম শতাংশ ভোট পেলেও আসন সংখ্যা অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে পেরেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট। অথচ, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট পেয়েছে ৩৫.৩ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস জোটের ভোট ১২.৮৮ শতাংশ বাড়লেও তারা কিন্তু এবার আসন সংখ্যা বাড়ানো তো দূরের কথা অনেকটাই কমে গিয়েছে।

অপরদিকে ঝাড়খণ্ডে ইন্ডিয়া জোট পেয়েছে ৪৫.৩ শতাংশ ভোট, যা গতবারের তুলনায় ৮.৭৫ শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছে। এনডিএ জোট ঝাড়খণ্ডে পেয়েছে ৪২.৩ শতাংশ, যা গতবারের থেকে ০.৬৭ শতাংশ কম। অন্যদিকে, আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট ও উত্তরাখণ্ডের ১৪টি রাজ্যের ৪৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও বিজেপি আধিপত্য বিস্তার করেছে। তবে বিজেপি সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গে ৬টি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ছটিতেই বিজেপি হেরে গিয়েছে।

লোকসভার দুটি উপনির্বাচনের দুটিতেই কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। কেরলের ওয়ানাডে কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সিপিএমের সত্যান মুখেরিকে ৪ লক্ষ ১০৯৩১ ভোটে পরাজিত করেছেন। আর মহারাষ্ট্রের নান্দেড কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী চবন রবীন্দ্র বসন্তরাও বিজেপি প্রার্থী মাস্তকরাও মারুতরাওকে ১৪৫৭ ভোটে পরাজিত করেছে।

তবে, মহারাষ্ট্র বিধানসভায় এবার ইন্ডিয়া জোটের বিধায়ক সংখ্যা কমে গেলেও মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা কমেনি। অল্প মার্জিনে একজন মিম বিধায়ক না হারলে ইন্ডিয়া জোটের দুর্দিনে বেড়ে যেত মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা।

মহারাষ্ট্রের মানখুর্দ শিবাজি নগর বিধানসভা আসন থেকে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী আবু আসিম আজমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী এআইএমআইএম প্রার্থী আতিক আহমেদ খানকে পরাজিত করেছেন। আবু আসিম আজমি ১২ হাজার ৭৫৩ ভোটে এআইএমআইএম প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। এই নিয়ে পরপর চারবার তিনি বিধায়ক হলেন। ভিওয়ান্ডি পূর্ব বিধানসভা আসন থেকে এসপি প্রার্থী রইস কাসাম শেখ জয়ী হয়েছেন। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী শিবসেনা (শিন্দে দল) প্রার্থী সন্তোষ মাঞ্জেয়া শেঠিকে ৫২ হাজার ১৫ ভোটে পরাজিত করেছেন। কাগাল বিধানসভা আসন থেকে, এনসিপি (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী) প্রার্থী মুশরিফ হাসান মিয়ালাল তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী) প্রার্থী ঘাটগে সমরজিৎসিংহ বিক্রমসিংহকে ১১ হাজার ৫৮১ ভোটে পরাজিত করেছেন।

শিবসেনার (উদ্ধব গোষ্ঠী) শিবসেনার (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরের) একমাত্র মুসলিম প্রার্থী হারুন খান বিজেপি প্রার্থী ড. ভারতী লাভকারকে ১৬০০ভোটে পরাজিত করেছেন। সানা মালিক, প্রাক্তন মন্ত্রী নবাব মালিকের মেয়ে এবং এনসিপি (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী) প্রার্থী, মহারাষ্ট্রের অনুশক্তি নগর বিধানসভা আসন থেকে জয়ী হয়েছেন। শেষ রাউন্ডে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরা ভাস্করের স্বামী ফাহাদ আহমেদকে ৩ হাজার ৩৭৮ ভোটে পরাজিত করেন। কংগ্রেস প্রার্থী সাজিদ খান পাঠান মহারাষ্ট্রের আকোলা পশ্চিম বিধানসভা আসন থেকে ১ হাজার ২৮৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

মালাড পশ্চিম বিধানসভা আসন থেকে কংগ্রেস প্রার্থী আসলাম রঞ্জন আলি শেখ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বিনোদ শেলারকে ৬ হাজার ২২৭ ভোটে পরাজিত করেছেন। এআইএমআইএম প্রার্থী মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল আব্দুল খালিক মালেগাঁও কেন্দ্রীয় বিধানসভা আসন থেকে পুনরায় বিজয়ী হয়েছেন। তিনি কংগ্রেস প্রার্থী আসিফ শেখ রশিদকে মাত্র ৭৫ ভোটে পরাজিত করেন।

সিলোদ কেন্দ্র থেকে শিবসেনা (শিণ্ডে) প্রার্থী আবদুস সাত্তার শিবসেনা (উদ্ধব) প্রার্থী বাঙ্কার সুরেশ পাণ্ডুরামকে ২৪২০ ভোটে হারিয়েছেন।

মুম্বাদেবী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী আমিন প্যাটেল শিবসেনা (শিণ্ডে) প্রার্থী সাইনা মনীষকে ৩৪৮৪৪ ভোটে পরাজিত করেছেন।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় ২০১৯ সালে চারজন মুসলিম বিধায়ক ছিলেন। এবার সেই চারজন। রাজমহল কেন্দ্রে থেকে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা প্রার্থী সেখ তাজুদ্দিন বিজেপি প্রর্থী অনন্তকুমার ওঝাকে ৪৩৪৩২ ভোটে হারিয়েছেন। মধুপুর থেকে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা প্রার্থী হাফিজুল হাসান বিজেপির গঙ্গানারায়ণ সিংকে ২০০২৭ ভোট পরাজিত করেছেন। পাকুড় কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী নিশাত আলম আজসু পার্টির আজহার ইসলামকে ৮৬০২৯ ভোটে হারিয়েছেন। আর জামতারা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী ইরফান আনসারি বিজেপি প্রার্থী সীতা মুর্মুর বিরুদ্ধে ৪৩৬৭৬ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

অপরদিকে, দেশের কয়েকটি রাজ্যের উপনির্বাচনে মাত্র দুজন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের সিশামউ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির নাসিম সোলাঙ্কি বিজেপির সুরেশ আওয়াস্থিকে ৮৫৬৪ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের হাড়োয়া কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রয়াত হাজি নুরুল ইসলামের পুত্র সেখ রবিউল ইসলাম আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলামকে ১ লক্ষ ৩১৩৮৮ ভোটে পরাজিত করেছেন। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিমল দাস মাত্র ১৩৫৭০টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডে জয়ী চার মুসলিম বিধায়ক

সেখ তাজুদ্দিন

হাফিজুল হাসান

নিশাত আলম

ইরফান আনসারি

উপনির্বাচনে জয়ী দুই মুসলিম বিধায়ক

নাসিম সোলাঙ্কি
সমাজবাদী পার্টি, সিশামাউ, উত্তরপ্রদেশ

সেখ রবিউল ইসলাম
তৃণমূল কংগ্রেস, হাড়োয়া, পশ্চিমবঙ্গ

উপনির্বাচনে ছটি আসনেই ছক্কা হাঁকিয়ে জয়ী তৃণমূল

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ছক্কা হাঁকাল তৃণমূল। গত ১৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ছয় বিধানসভা কেন্দ্র সিতাই, মাদারিহাট, তালড্যাংরা, মেদিনীপুর, নৈহাটি এবং হাড়োয়ায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আজ ছিল ভোট গণনা। গণনার শুরু থেকেই তৃণমূলের ছয় প্রার্থীকেই এগিয়ে থাকতে দেখা যায়। অবশেষে ছ'টি কেন্দ্রেই জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে রাজ্যের নিরিখে একটি আসন বাড়ল তৃণমূলের। ২০২১ সালে এর ছয় কেন্দ্রের মধ্যে ৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল, আর বিজেপি জিতেছিল একটি আসনে। এবার সে আসনটিও ছিনিয়ে নিল তৃণমূল।

হাড়োয়ায় বড় জয় পেল তৃণমূল। রাজ্যে ছয়টি উপনির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়ী হলেন হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম। হাড়োয়ায় ১ লাখ ৩১ হাজার ৩৮৮ ভোটে জয়ী তৃণমূল। তৃণমূলের রবিউল পেয়েছেন ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২টি ভোট। আইএসএফের পিয়ারুল পেয়েছেন ২৫ হাজার ৬৮৪ ভোট। সিতাইয়ে জয়ী তৃণমূল, ব্যবধান ১ লাখ ৩০ হাজার। সিতাই থেকে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। ১৩ রাউন্ড গণনা শেষে তিনি পেয়েছেন মোট ১ লাখ ৬৫ হাজার ৯৮৪ ভোট। বিজেপির দীপককুমার রায় পেয়েছেন ৩৫৩৪৮ ভোট।

সিতাইয়ের উপনির্বাচনে ১ লাখ ৩০ হাজার ৬৩৬ ভোটে জয়ী হলেন সঙ্গীতা। মাদারিহাটে ২৮১৬৮ ভোটে জয়ী তৃণমূলের জয়প্রকাশ টোপ্পো। ৭৯১৮৬ ভোট পেয়েছেন তিনি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির রাহুল লোহার পেয়েছেন ৫১০১৮ ভোট।

নৈহাটি বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে ৪৯২৭৭ ভোটে জয়ী হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৭৮৭৭২ টি, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র ভোট পেয়েছেন ২৯৪৫৯ টি, বাম প্রার্থী দেবজ্যোতি মজুমদার ভোট পেয়েছেন ৭৫৭৪ টি, কংগ্রেসে পরেশনাথ সরকার ভোট পেয়েছেন ৩৮৫৪ টি।

নৈহাটিতে জয়ের পর তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে বলেন, 'এই জয় নৈহাটির মানুষের জয়। এখন আরও দায়িত্ব বাড়ল। প্রথম কাজ হল, নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের উন্নয়ন করা।' মেদিনীপুরে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজয় হাজরা। ১১৫১০৪ ভোট পেয়েছেন তিনি, প্রায় ৩৩৯৯৬ ভোটে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। বিজেপি প্রার্থী শুভজিৎ দাস ভোট পেয়েছেন ৮১১০৮। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বামফ্রন্ট। তালড্যাংরাতেও জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবু। বিপুল মার্জিনে জয়ের পর, মা-মাটি-মানুষকে অভিবাদন জানিয়েছেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুক ওয়ালে লেখেন, 'আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে মা-মাটি-মানুষকে জানাই প্রণাম, জোহার ও সালাম। আপনাদের এই আশীর্বাদ আমাদের আগামীর চলার পথে আরো সক্রিয়ভাবে মানুষের কাজ করার উৎসাহ দেবে। মানুষই আমাদের ভরসা। আমরা সবাই সাধারণ মানুষ, এটাই আমাদের পরিচয়। আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার। আপনাদের আশিস আজীবন হৃদয় স্পর্শ করে থাকবে। জয় বাংলা।' ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে জয়ী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর হাপাতালের এক পিজিডি চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে বিরোধীদের চাপ সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস উপনির্বাচনে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার ব্যাপারে আগে থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিল। ঠিক তাই হলো, বাংলার ছয় উপনির্বাচনে দাঁত ফোটাতে পারলেন না বিরোধীরা। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জেতা আসন মাদারিহাটিও রক্ষা করতে পারল না বিজেপি। উল্লেখ্য ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে ৭৭ টি আসন জিতেছিল। এরপরে অবশ্য বিজেপির বেশ কয়েকজন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় তাদের বিধায়ক সংখ্যা কমে যায়। উপ নির্বাচনে বিজেপির আরও একটি আসন কমল।

জ্ঞানবাপি মসজিদ চত্বরের এএসআই সমীক্ষা নিয়ে নোটিশ

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জ্ঞানবাপি মসজিদ কমিটির আয়ত্তে থাকা মসজিদের সিল করা অঞ্চলটিতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই) সমীক্ষার আবেদন করেছিল হিন্দু পক্ষ, যেখানে বারাণসীর জ্ঞানবাপি মসজিদ চত্বরে একটি "শিবলিঙ্গ" পাওয়া গেছে বলে তারা দাবি করে। বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ জ্ঞানবাপি কমপ্লেক্সের মসজিদ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কমিটি অফ ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্যদের কাছে কিছু ভক্তের আবেদনের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করেছে। বেঞ্চ ১৭ই ডিসেম্বর এই বিষয়ে শুনানি করবে। বেঞ্চ জানিয়েছে, বারাণসী জেলা আদালত থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করার আবেদনসহ এই মামলা সম্পর্কিত অন্যান্য আবেদনেরও

একই দিনে শুনানি হবে। আবেদনে বলা হয়েছে, যেহেতু ২০ মে, ২০২২ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে ভবনের একটি অংশ সিল করা হয়েছিল এবং ১১ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের আদেশে নিশ্চিত করা হয়েছিল, তাই এএসআই প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির সিল করা অঞ্চলটি জরিপ করতে পারেনি। আবেদনে বলা হয়েছে, মসজিদর ওজুখানায় ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩-এর রিপোর্টে বর্ণিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কৌশল দ্বারা সমীক্ষা করা হয়েছে। তাই ভবনের অংশটিও এএসআই দ্বারা সমীক্ষা করা দরকার।

প্রথম নজর

প্রয়াত হলেন সাংবাদিক মনোজ রায়

এম এ মনু ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদএকটি বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কলকাতা টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক মনোজ রায়, মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০,তিনি ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন, রেখে গেলেন কন্যা পুত্র ও স্ত্রী, মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গেই শোকের ছায়া নেমে আসে অগণিত সাংবাদিক বন্ধু এবং উলুবেড়িয়ার বাসিন্দাদের মধ্যে, তার দেহ নিয়ে আসা হয় উলুবেরিয়া প্রেস ক্লাবে এবং তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাত্রি দশটা নাগাদ বাউড়িয়া শ্মশানে শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তার এই অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবারকে সমবেদনা জানান রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

না ফেরার দেশে কবি অরুণ চক্রবর্তী

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন:পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন ‘লাল পাহাড়ি দেশে’র শিল্পী অরুণ চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন শিল্পী। এদিন সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ‘লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা’– এই গান শোনেননি বাংলায় এমন মানুষ কমই আছেন! এই গানের গীতিকার-সুরকার দের নাম অবশ্য অনেকেই জানেন না। যেসব শিল্পীরা এই গান গুলি গেয়ে বিখ্যাত হন, তাঁরাও গীতিকার সুরকারদের নাম না জানার কারণে প্রচলিত বলে অ্যালবামে লিখে দেন। অরুণ চক্রবর্তী ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর স্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহুয়া ফুলের গাছ ও ফুল দেখতে পান। শ্রীরামপুরে মহুয়া গাছ ও ফুলকে দেখে বড্ড বেমানান মনে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল বাংলার ধান, আলু উৎপাদনের অঞ্চলে মহুয়া ফুলের গাছ কেন থাকবে, মহুয়া তো লাল পাহাড়ের রানি, এই গাছকে সেখানেই মানায়। মহুয়া তো লাল মাটির গাছ। তার পর তিনি ‘লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা’ গান রচনা করেন। অরুণ চক্রবর্তী এই গানের গীতিকার। এরপর ঝুমুর গায়ক সুভাষ চক্রবর্তী গানটি জনপ্রিয় করেছিলেন।

হাড়োয়ায় দ্বিতীয় হল আইএসএফ, ৮ শতাংশ ভোট কমল বিজেপির

মনিরুজ্জামান ● হাড়োয়া

আপনজন: হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সেখ রবিউল ইসলাম ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৮৮ ভোটের বিশাল ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের পিয়ারুল ইসলামকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। সেখ রবিউল ইসলাম ভোট পেয়েছেন ১৫৭০৭২ টি। শতাংশের হিসাবে ৭৬.৬৩ শতাংশ। বিজেপিকে তৃতীয় করে দিয়ে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের মতো আইএসএফ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। শুধু তাই নয়, বিজেপি আইএসএফ প্রার্থীর প্রায় অর্ধেক ভোট পেতে সক্ষম হয়েছে। আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম যেখানে পেয়েছে ২৫৬৮৪টি ভোট সেখানে বিজেপি প্রার্থী বিমল দাস পেয়েছেন মাত্র ১৩৫৭০টি ভোট। ফলে, সন্দেশখালি নিয়ে এত হইচইয়ের মধ্যেও হাড়োয়ার মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করেনি। একই ভাবে হাড়োয়া মুসলিম অধ্যুষিত হলেও কংগ্রেস প্রার্থী হাবিব রেজা চৌধুরি ৩৭৬৫টি ভোট পেয়েছেন। ওয়েলফেয়ার পার্টির প্রার্থী অঅবদুল নয়িম মল্লিক পেয়েছেন ৭৫৯। সে তুলনায় নির্দল প্রার্থী সেখ আজিমউদ্দিন ওয়েলফেয়ার পার্টির থেকে বেশি ভোট পেয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১৬২২টি ভোট। এমনকি ওয়েলফেয়ার পার্টির থেকে বেশি ভোট পড়েছে নোটায়। নোটায় ভোটের সংখ্যা ১০২৭। এদিকে আইএসফের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইএসএফ-এর ভোট কমেছে ২.৫ শতাংশ আর বিজেপির ভোট কমেছে ৮.৩ শতাংশ। বামফ্রন্টের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও আইএসএফ-এর ভোটের হার লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় কমে গেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা মনে করি আমাদের জনসংযোগ আরো বাড়াতে হবে ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের দুর্বলতা সংশোধন করে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আইএসএফ অভিযোগ করেছে, মেরুকরণের রাজনীতিকে রপ্ত করে, বিজেপি’র জুজু দেখিয়ে একটা বিরাট সংখ্যক ভোটারকেও প্রভাবিত করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। হাড়োয়ার মানুষকে আইএসএফ বিকল্প রাজনীতির পথে নিয়ে আসতে চায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সহ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যাতে সমগ্র হাড়োয়াবাসীর উপকারে আসে, সেই বিষয়ে প্রচার কাজ চালিয়েছে আইএসএফ, আগামীদিনেও দল এটা করে যাবে।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপির পরাজয়ে বাঙালিদের অভিনন্দন গর্গের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ঝাড়খণ্ড নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ডের বাঙালিদের অভিনন্দন জানিয়ে বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি দিল। বিবৃততে গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন ছিল বিহার ও হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভূমিপুত্র বাঙালি ও আদিবাসীদের ঐক্যের ফল। এ.কে রায় থেকে শুরু করে আজকের সুপ্রিয় ভট্টাচার্য সেই ঐক্যের ধারার মাইলফলক। পূর্ব সিংভূম, সাহেবগঞ্জ, পাকুড়, ধানবাদ, বোকারো, জামতারা, দুমকা, সরাইকেলার বাঙালিরা এবার সেই ঐতিহাসিক ঐক্য ফেরত এনেছে বাঙালি- বিদ্বেষী, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে। দিল্লীর গুজরাটি প্রভুরা বাংলা থেকে শুভেন্দু, মিঠুন টাইপের কিছু জাতিদ্রোহীদের নিয়ে গিয়ে এসব এলাকায় প্রচার করিয়েছিল। ভেবেছিল বহিরাগত হিন্দিভাষীর সাথে বাঙালিকে জুড়ে দিলে কেল্লা ফতে। সেটা হয়নি। ঝাড়খণ্ডের এইসব জেলায় বাঙালির সংগঠিত বিজেপি বিরোধী ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা রেখেছে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদকে রুখে দেওয়ার সংগ্রামে। পশ্চিমবঙ্গ যখন উত্তাল বাঙালিকে বাংলা বলার জন্য বাংলাদেশী দাগানোর ঘটনা নিয়ে, একই রকম বাঙালি কে “বাংলাদেশী” দাগানোর লাইনে প্রচার করেছিল হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী বিজেপি ঝাড়খন্ডে, মূলত হিন্দিভাষী ভোট এককাট্টা করতে। সেটায় তারা সফল, কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ভূমিপুত্ররা, অর্থাৎ আদিবাসী ও বাঙালি, তারাও এক হয়ে গেছে। ফলাফল - বাংলার সীমান্তে ও বাংলার মধ্যে, দুই জায়গাতেই বাংলা ও বাঙালির শত্রু হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী বিজেপি পরাস্ত। ঝাড়খণ্ডের বাঙালির ভবিষ্যত আদিবাসীদের সাথে ঐক্যে। ঝাড়খণ্ডে বাঙালি বহিরাগত না। বাংলার একাধিক জেলা প্রথমে ব্রিটিশ ও পরে নেহেরু ও টাটা বিহারে যুক্ত রাখে খনিজ সম্পদ লুঠ করতে। ফলে এসব জায়গায় ১৯৪৭-এর পর থেকে বাঙালি জনশতাংশ কমেছে। বেড়েছে হিন্দি। কিন্তু নিজের মাটি পুরোপুরি হাতছাড়া হবার আগে আদিবাসী ও বাঙালির এই ঐক্য রুখে দিয়েছে দিল্লীর অশ্বমেধের ঘোড়াকে।

কোতলপুরে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে মারপিট, আহত বেশ কয়েকজন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জমি সংক্রান্ত বিবাদে দুপক্ষের মারপিট, আহত বেশ কয়েকজন, কোতুলপুর থানার দ্বারস্থ । বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা সাহেব আলী খা ও সঞ্জয় আলী খাঁ দুই ভাই। এই দুই ভাইয়ের কাকা সাবেদ আলি খাঁ। দীর্ঘদিন ধরেই ৩৫ শতক জমি নিয়ে কাকা ও ভাইপো দের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। যদিও দুই ভাইয়ের দাবি এই ৩৫ শতক জমির কাগজপত্র তাদের নামেই করে দিয়েছে তার পিতা আবেদ আলী খাঁ। আজ যখন সাহেব আলী খাঁ ও সঞ্জয় আলী খাঁ দুই ভাই তাদের মাকে নিয়ে ওই জমিতে চাষ করতে যায় ঠিক তখনই তাদের কাকা সাবেদ আলী খাঁ তার ভাই, পুত্র কন্যা এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ওই দুই ভাইয়ের উপর চড়াও হয়। অভিযোগ বাস লাঠি কোদাল নিয়ে তাদেরকে বেধড়ক মারধর করে। ওই দুই ভাইয়ের মা বেগম বিবি খা, তাদের বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মাঠের মধ্যেই ব্যাপক মারধর হয় দুপক্ষের । ফলে এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়। আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোতুলপুর থানার দারস্থ হয় বেগম বিবি খা ও তার দুই সন্তান।

২০২৬-এ তৃণমূল ২৬০টি আসন পাবে: ফিরহাদ হাকিম

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের জয় মাদারিহাট সহ রাজ্যের সবকটা উপনির্বাচনে। এর আগে মনোজ টিগ্গা জিতেছিলেন এখন আর বিজেপির কাছে নেই। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। ক্লাস ওয়ানে মুখ থুবড়ে পড়ছে। সে বলছে হাই সেকেন্ডারি পাস করব। শুনলেও হাসি পায় বিজেপি ভোট চায়। শনিবার ছটি বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর এভাবেই গেরুয়া শিবির কে উপহাস করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, আন্দোলন না করে পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে সিপিএম বিজেপি ভেবেছিল নেপোয় মারে দই। কিন্তু মানুষ জানে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল আছে থাকবে।পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানোর জন্য একবার সিপিএম বিজেপিকে ভোট ট্রান্সফার করেছিল এখন পায়ের তলার মাটি হারিয়ে গেছে। মানুষ বুঝে গেছে।তৃণমূল কংগ্রেসে মানুষের ভোট, গণতন্ত্রের ভোট, মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভোট মানুষের আস্থার ভোট আমরা পেয়েছি। সিপিএম টিভিতে আছে আলোচনায় আছে। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের মনে আছে।আরজি করের কোন প্রভাব পড়বে না। আমরাও চাইছি দোষীর শাস্তি। মুখ্যমন্ত্রীর তিনবার করে চিকিৎসকদের সঙ্গে বসেছেন। আমরা চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নই। এটা সিপিএম লাগিয়ে দিচ্ছিল ।নেপোয় মারে দই ভেবে।ভিন রাজ্যের নির্বাচন প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, মহারাষ্ট্রে কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। দিল্লি থেকে একজন নেতা নিয়ে গেল তারপর তার নামে কোন কিছু হল না। তখন ইডি ঘুমিয়ে পড়েছিল। অত ক্যাশ টাকা পাওয়ার পরেও ইডির কোন ভূমিকা নেই। ঝাড়খন্ডে সোরেন সাহেবকে ধন্যবাদ বিজেপিকে হারানোর জন্য। নির্বাচনের আগে গ্রেফতারে প্রভাব? এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, আমাকেও গ্রেফতার করেছিল ২১ সালে। কত অত্যাচার করেছিল। কিছু হয়েছে? বাড়িতে অযথা সিবিআই রেড হয়েছিল। ভেবেছিল বোম্বের নেতাদের মত ভয় পেয়ে যাব। ভয় পাই নি। ঝাড়খন্ডে ও তাই হয়েছে নেতারা ভয় পায়নি গ্রেফতার করার পরে ও।বিদ্যাসাগর হাসপাতাল প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, অন্যায় করেছে আইন আইনের রাস্তায় চলবে। যারা আইন হাতে তুলে নিয়েছে ; তারা অন্যায় করেছে। হাসপাতালে মারধর হবে, এটা হতে পারে না। কমিশন আছে।সেখানে অভিযোগ জানাতে পারে। সেখানে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হয়। এরপরেও আদালত আছে। কিন্তু কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নেবে। কিছু মানুষের উগ্রতা।

বাবাকে টেক্কা দিয়ে হাজি নুরুল পুত্রের বিরাট জয় হাড়োয়ায়

এহসানুল হক ● হাড়োয়া

আপনজন: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল হাজী নুরুল ইসলামকে বসিরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী করে। বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে প্রায় তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার ভোটে হারিয়ে হাজি নুরুল সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনে হাড়োয়া কেন্দ্র থেকে তিনি প্রায় এক লক্ষ এগারো হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় বিধায়ক পদে ইস্তফা দিতে হয়েছিল তাকে। যদিও, সাংসদ হওয়ার কয়েকমাস পরেই মৃত্যু হয় হাজি নুরুল ইসলামের। হাড়োয়া বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী করে প্রয়াত হাজি নুরুলের মেজো ছেলে শেখ রবিউল ইসলামকে। তাঁর বিরুদ্ধে পিয়ারুল ইসলাম আইএসএফ প্রার্থী ছিলেন। বিজেপি প্রার্থী করে বিমল দাসকে। ভোটপ্রচারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আইএসএফ ও বিজেপি ব্যাপক প্রচার করেছিল। কিন্তু, ভোট গণনায় দেখা গেল বিরোধীরা সেখানে দাগ কাটতেই পারল না। বিজেপি এবং কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থী হাবিব রেজা চৌধুরী ভোট পেয়েছেন মাত্র তিন হাজারের একটু বেশি ভোট পেয়েছেহাজি নুরুল ইসলাম ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৮১ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন । তিন বছরের মাথায় সেই জয়ের মার্জিন বেড়ে দাঁড়াল এক লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশো অষ্টোআশি ভোটে। একই সঙ্গে বাবার রেকর্ড ভাঙলো ছেলে।তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলামকে হারিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী । ভোট প্রচারে ব্যাপক ঝড় তুলেছিলেন পিয়ারুল ইসলাম । কিন্তু, ভোট বাক্সে তার কোনও প্রতিফলনই দেখা গেল না । তিনি ভোট পেয়েছেন মাত্র সাড়ে পঁচিশ হাজার । বিজেপি প্রার্থী বিমল দাসের পরিস্থিতি আরও খারাপ । তাঁর জামানত জব্দ হয়েছে । তিনি ভোট পেয়েছেন সাড়ে তেরো হাজারের কাছাকাছি ভোট । এদিন জয় নিশ্চিত বুঝতেই তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামকে নিয়ে উল্লাসে মাতেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা । সবুজ আবিরে মেখে শুরু হয় জয় উৎসব ।হাজি নুরুল ইসলাম ২০১৬ ও ২০২১ সালে পরপর দু’বার হাড়োয়া থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন । শেষবার বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রায় একাশি হাজার ভোটে জয়ী হন ।শেখ রবিউল বলেন, “হাড়োয়ার মানুষ রেকর্ড তৈরি করে । আবার সেই রেকর্ড তাঁরাই ভাঙেন । রেকর্ড ভাঙার পিছনে তাঁদের অবদানকে কুর্নিশ জানাচ্ছি আমি । এর পিছনে আমার কোনও হাত নেই । এই জয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জয় । বাবার ফেলে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করাই হবে আমার প্রাধান্য । এই জয় আমার বাবাকে উৎসর্গ করলাম । আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে বিরোধীরা যেভাবে অপপ্রচার, কুৎসা করেছে । তার জবাব দিয়েছে হাড়োয়ার মানুষ । হাড়োয়ার হাসপাতালের সংস্কারের দিকে নজর দেব । হাড়োয়ায় তৃণমূলের কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই । তার প্রমাণ বিপুল ব্যবধানে এই জয় ।” এদিকে, বিরোধীরা তৃণমূল প্রার্থীর জয়কে সম্মান দিলেও, কটাক্ষ করতে ছাড়েনি । এই বিষয়ে আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম বলেন, “তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে বারাসত ২ নম্বর ব্লকের অধিকাংশ বুথে আমরা কোনও এজেন্ট বসাতে পারিনি । সেসব জায়গায় ভোট লুঠ হয়েছে । কেন্দ্রীয় বাহিনীরও কোনও সহযোগিতা সেভাবে পাইনি । তার ফল যা হওয়ার, তাই হয়েছে ।”

বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, নিজের সন্তানরাই খুন করেছে বলে অভিযোগ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই বৃদ্ধার সন্তানরাই তাঁকে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাপালি পাড়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বিষ্ণুরানী সরকার (৬৫) নামে এলাকার এক বাসিন্দার। বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় এলাকাবাসীরা। তাদের অভিযোগ, মৃত ওই বৃদ্ধার তিন সন্তান তার ওপরে ক্রমাগত নির্যাতন চালাত। তার সন্তানরাই তাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাই মৃত বৃদ্ধার তিন ছেলের শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় লোকেরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। যদিও পরবর্তীতে স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে এবং ঘটনার তদন্তের জন্য ওই মৃত বৃদ্ধার দুই সন্তানকে আটক করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এ বিষয়ে নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরুল ইসলাম জানান, ‘স্থানীয়দের কাছ থেকে জানতে পারি, ওই বৃদ্ধার উপরে তাঁর সন্তানসহ পুত্রবধূরা নির্যাতন চালাতো। পুলিশ পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।’

শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শিক্ষা ব্যবস্থাটি আরো উন্নত করতে অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা। গাজোল প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শনিবার বেলা দুটা নাগাদ পড়ুয়াদের অভিভাবকদেরকে নিয়ে জরুরি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত অভিভাবকদের সচেতনামূলক নিয়ে বার্তা দেন। ছোট বাচ্চা হারিয়ে যাওয়া সহ স্কুল পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে। বাচ্চাদের মধ্যে মোবাইল ফোন দেখিয়ে খাবার খাওয়ানো নিষিদ্ধ। ঘুমোতে গিয়ে বাচ্চার পাশে মোবাইল ফোন রাখা বিষয় নিয়ে নিষিদ্ধ এরকম একাধিক সচেতনতা বার্তা নিয়ে সভা হয় অভিভাবকদের মধ্যে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় এর চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন , প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জয়ন্ত ঘোষ, গাজোল এসআই প্রশান্ত রায়, গাজোল প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রমুখ। মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় এর চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন জানান,,প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষ শিক্ষিকা অভিভাবকদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়। কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা আরো উন্নত সেসব বিষয় নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চিকিৎসকের লোগো লাগানো গাড়িতে মাদক পাচারে ধৃত ১

জে হাসান ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর থানা এলাকার কুড়ালি মোড়ে নাকা চেকিং করছিল পুলিশ। সেইসময় চিকিৎসকের লোগো লাগানো একটি প্রাইভেট গাড়িতে তল্লাশি চালানোর জন্য আটকায় পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমুল্য প্রায় ১২ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা। গাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার নগদ টাকা। ঘটনার তদন্তে নেমে উড়িষ্যার বাসিন্দা বাসন্তী সেনাপতি সহ দেবনাথ নস্কর (গাড়িচালক), শৌভিক বৈদ্য (ক্যানিংয়ের বাসিন্দা), কার্তিক নস্কর (কুলতলি বাসিন্দা) এদের কে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে 21(c) NDPS ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাদের বারুইপুর আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। বারুইপুরের এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস জানান গাড়িটি বালেশ্বর থেকে আসছিল। ক্যানিংয়ের দিকে যাওয়ার কথা ছিল। গাড়িটি কার তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মাদক কোথায়,কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দীক্ষা গুরু

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বাড়িতে ডেকে দীক্ষা দেওয়ার নাম করে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার দীক্ষা গুরু উজ্জ্বল দাস। ঘটনাটি দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে। ধৃত গুরুদেব ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। তবে মহিলার সম্মতিক্রমে হয়েছে বলে দাবি করেন। উল্লেখ্য, অভিযোগকারী মহিলার গ্রামে গিয়েছিলেন দীক্ষাগুরু দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে । সেখানে প্রথমে স্বামীকে দীক্ষা দেওয়া হয়। পরে মহিলাকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ডাকেন দীক্ষাগুরু। সুযোগ বুঝে ঐ মহিলাকে ভগবানের নাম করে ভুল বুঝিয়ে ধর্ষণ করেন। বাড়িতে গিয়ে মহিলা তাঁর স্বামীকে সমস্ত বিষয় জানাই। তড়িঘড়ি তাঁর স্বামী দুবরাজপুর থানায় দীক্ষাগুরু উজ্জ্বল দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দুবরাজপুর থানার পুলিশ এক ঘণ্টার মধ্যে দীক্ষাগুরু উজ্জ্বল দাসকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায় ধৃতের বাড়ি দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামে। ধৃত দীক্ষাগুরু কে শনিবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তদন্তের স্বার্থে ৪ দিনের পুলিলি হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে জানান সরকারি আইনজীবী রাজেন্দ্র প্রসাদ দে জানান।

প্রতিবাদ করায় দাদার হাত ভেঙে দিল ভাই!

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: প্রতিবাদ করায় নিজের দাদা কে বেধড়ক মারধর করে হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে।শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত নাগোরদোলা এলাকায়।গুরুতর জখম রবিউল সরদার বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনার বিষয়ে রবিউলের পরিবার জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর দীর্ঘদিন ধরে বচসা চলছিল রবিউল ও তার ছোট ভাই সফিউল সরদারদের মধ্যে। অভিযোগ রবিউলের দোকানের বিদ্যুতের মিটার খুলে ফেলে দিয়েছিল সফিউল। প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ শনিবার রাতে দোকান থেকে বের হতেই আচমকা লাঠি লোহার রড নিয়ে বড় দাদাকে বেধড়ক মারধর করে হাত ভেঙে দেয় ছোট ভাই। ঘটনায় গুরুতর জখম রবিউলকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন। চিকিৎসার জন্য স্থানীয় খুঁচিতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে আক্রান্তের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্ত রবিউল জানিয়েছেন, ‘দোকানের মধ্যে বিদ্যুতের মিটার বক্স খুলে ফেলে দিয়েছিল ছোট ভাই সফিউল। প্রতিবাদ করেছিলাম।আচমকা লাঠি লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে ডান হাত ভেঙে দেয়।থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।’

প্রথম নজর

আমিরাতের জাতীয় দিবসে চার দিনের ছুটি ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ৫৩তম জাতীয় দিবস (ঈদ আল ইত্তিহাদ) উদযাপন উপলক্ষে ২ ও ৩ ডিসেম্বরকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার দেশটির মানবসম্পদ ও ইমিরাটাইজেশন মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
এই ছুটি সোমবার ও মঙ্গলবার পড়ায়, শনিবার-রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়া কর্মীরা টানা চার দিনের লম্বা ছুটি উপভোগ করতে পারবেন।
এবারের জাতীয় দিবসে সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মীরা একই সময়ের ছুটি পাবেন।
আমিরাতে প্রতি বছর ২ ডিসেম্বরকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনটি ১৯৭১ সালে সাতটি আমিরাতের একত্রিত হয়ে একটি জাতি গঠনের ঐতিহাসিক দিন।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় দিবস দেশটির ঐক্য ও উন্নতির প্রতীক। এই উপলক্ষে দেশজুড়ে নানা ধরনের উৎসব ও আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে।
সরকারি ছুটির ফলে কর্মজীবীরা পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে দিনগুলো উদযাপনের সুযোগ পাবেন।

হারানো জিনিসের যত্নে টোকিও পুলিশের শৃঙ্খলা!

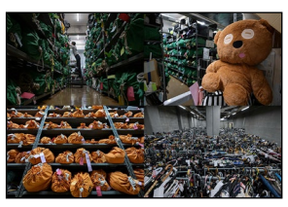

আপনজন ডেস্ক: টোকিওতে যদি কেউ ছাতা, চাবি, এমনকি পোষা প্রাণী হারিয়ে ফেলে, তাহলে পুলিশ হয়তো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সেগুলোর দেখাশোনা করছে।
জাপানে খোয়া যাওয়া জিনিস খুব কম ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন মালিকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, এমনকি প্রায় দেড় কোটি বাসিন্দার মেগাসিটি টোকিওতেও। ৬৭ বছর বয়সী হিরোশি ফুজি একজন পর্যটন গাইড। তিনি টোকিওতে খোয়া যাওয়া জিনিসের জন্য পুলিশের বিশাল কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বিদেশি ভ্রমণকারীরা প্রায়ই বিস্মিত হয়, যখন তারা তাদের খোয়া যাওয়া জিনিস ফিরে পায়। কিন্তু জাপানে সব সময় হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে।' ফুজি বিষয়টিকে 'জাতীয় বৈশিষ্ট্য' হিসেবে উল্লেখ করেন। কারণ সে দেশে জনসমাগমস্থলে খুঁজে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা একটি সাধারণ রীতি। তিনি বলেন, জাপানে মা-বাবার কাছ থেকে এই প্রথাটি সন্তানরা শিখে থাকে।
টোকিওর কেন্দ্রীয় ইদাবাশি জেলায় অবস্থিত পুলিশের কেন্দ্রটির পরিচালক হারুমি শোজি জানান, প্রায় ৮০ জন কর্মী একটি ডাটাবেইস সিস্টেম ব্যবহার করে খুঁজে পাওয়া জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখেন। প্রতিটি জিনিসে ট্যাগ লাগিয়ে সাজানো হয়, যাতে দ্রুত মালিকের কাছে সেগুলো ফেরত দেওয়া যায়। আইডি কার্ড ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সবচেয়ে বেশি হারানো যায় বলেও জানান তিনি। কিন্তু কুকুর, বিড়াল, এমনকি উড়ন্ত কাঠবিড়ালি ও ইগুয়ানার মতো প্রাণীও পুলিশ স্টেশনে জমা দেওয়া হয়।

আফগানিস্তানে মাজারে বন্দুক হামলায় নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের উত্তরে বাগলান প্রদেশের এক সুফি সাধকের মাজারে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর নির্বিচার গুলিবর্ষণে অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির নাহরিন জেলায় সাইয়্যেদ পচা জান মাজারে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। সংবাদমাধ্যম আল-আরাবিয়ার তথ্যানযায়ী, নাহরিন জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ওই মাজারে সুফি মুসলিম অনুসারীরা সাপ্তাহিক প্রার্থনা করার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। ঘটনার সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ করে আগতদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম কাবুল নাও-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি ভিডিও চিত্রে ঘটনাস্থলে নামাজের মাদুরের ওপর মৃতদেহগুলো পড়ে থাকতে দেখা গেছে।
তালেবান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুল মাতিন কানি হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি মাজারে সাপ্তাহিক ধর্মীয় আচার পালনরত সুফিদের ওপর গুলি চালায়। এতে ১০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।
বাগলান প্রদেশ মূলত আফগানিস্তানের একটি উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চল। যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। তালেবান সরকারের অধীনে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভেদ এবং চরমপন্থী আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ওপর বৃহস্পতিবারের এই হামলা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপর একটি আঘাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যা আফগানিস্তানের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির দুর্বলতাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

প্রেসিডেন্টকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সারা দুতার্তে নিজের কিছু হলে প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্টের স্ত্রী এবং প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকারকেও 'হত্যার সরাসরি হুমকি' দিলেন।
শনিবার (২৩ নভেম্বর) সারা দুতার্তে প্রকাশ্য জানান, তিনি প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্টের স্ত্রী এবং প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকারকে হত্যা করার জন্য একজন ঘাতককে চুক্তিবদ্ধ করেছেন, যদি তিনি নিজে নিহত হন। এটি কোনো রসিকতা নয় বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দুই রাজনৈতিক পরিবারের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধির নাটকীয় লক্ষণ এটি।
সারা দুতার্তে বলেন, আমি একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি বলেছি, যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে বংবং মার্কোস, ফার্স্ট লেডি লিজা আরানেতা এবং স্পিকার মার্টিন রোমুয়ালদেজকে হত্যা করবে। এটি তামাশা নয়। কোনো রসিকতা নয়।
সকালের দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে ভাইস প্রেসিডেন্ট বেশ অশালীন ভাষায় কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমি বললাম (ঘাতককে), যতক্ষণ না তুমি তাদের হত্যা করবে, ততক্ষণ থামবে না। তারপর সে হ্যাঁ বলল।'

লেবাননে ইসরায়েলের ভয়াবহ বিমান হামলা

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার দিনভর ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। এতে এক দিনে ৫৯ জন নিহত এবং ১১২ জন আহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক দিনগুলোর মধ্যে লেবাননে এটিই সবচেয়ে বড় হতাহতের ঘটনা। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, সর্বশেষ এই হতাহতের ঘটনার পর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গত এক বছরে লেবাননে মোট নিহতের সংখ্যা ৩ হাজার ৬৪২ জন এবং আহতের সংখ্যা ১৫ হাজার ৩৫৬ জনে পৌঁছেছে। ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের অপর পারে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল। সেখানেই দক্ষিণাঞ্চলেই হিজবুল্লাহর প্রধান ঘাঁটি। গোষ্ঠীটির অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনার অবস্থানও ওই অঞ্চলে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে ইসরায়েলের বিমান বাহিনী অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত লেবাননে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন ১০ লাখেরও বেশি মানুষ।

রণাঙ্গনে ইসরাইলের নারী

আপনজন ডেস্ক: হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নারী সেনাদেরও নিয়োগ করেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। গত বছরের অক্টোবর থেকে তীব্র সীমান্ত সংঘর্ষের পর, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরাইল। লেবানন ভূখণ্ডে ইসরাইলি সেনাদের যে সব ইউনিট কাজ করছে, প্রথমবারের মতো সেখানে নারী সেনার দল পাঠিয়েছে ইসরাইল। সম্প্রতি নারী সেনার দলকে সাঁজোয়া গাড়িতে দক্ষিণ লেবাননে ঢুকতে দেখা গিয়েছে।

NAME CHANGE

I, Mostaja Ali, S/o. Sahdul Sardar, R/o 2 No. Sonatuli Lane, P.S.- Chinsurah, P.O. & Dist.- Hooghly-712103, declare that, in my son, Ali Reja's H.S.Certificate, my name has been mistakenly recorded as Mostafa Ali in place of my actual name Mostaja Ali. As per Affidavit vide no. 7600 in the Court of Ld. 1 Class Judicial Magistrate, Hooghly Sadar on 18.11.2024, Mostaja Ali and Mostafa Ali is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mostaja Ali, S/o. Sahdul Sardar, R/o 2 No. Sonatuli Lane, P.S.- Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly-712103, declare that, in my son, Kayem Reja's H.S. Certificate, my name has been mistakenly recorded as Mostafa Ali in place of my actual name Mostaja Ali. As per Affidavit vide no. 7603 in the Court of Ld. 1 Class Judicial Magistrate, Hooghly Sadar on 18.11.2024, Mostaja Ali and Mostafa Ali is the same and one identical person.

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পিটিআইয়ের বিক্ষোভে শঙ্কা পাকিস্তানে

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের ডাকা বিক্ষোভ-সমাবেশ রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ সন্ধ্যা থেকে পাকিস্তানজুড়ে মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করতে যাচ্ছে দেশটির সরকার। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৫মি.

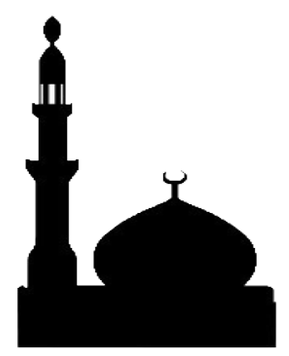

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩০	৫.৫৬
যোহর	১১.২৮	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩১৭ সংখ্যা, ৯ অগ্রহায়ণ১৪৩১, ২১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

শান্তি-অশান্তি

কবি বলিয়াছেন যে, এই পৃথিবী মানবের তরে, দানবের তরে নহে; কিন্তু কবি যতই মানবতা ও বিবেকের কথা বলুন, তাহাতে যুদ্ধবাজদের কিছুই যায় আসে না। কথায় বলে, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি। যাহারা যুদ্ধবাজ ও আধিপত্যবাদী, তাহাদের নিকট ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার কথা মূল্যহীন। বিশ্বব্যবস্থার এক ক্রান্তিলগ্নে ও বিশৃঙ্খল মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীটা যেন কেমন নিষ্ঠুর ও নির্মম হইয়া গিয়াছে! ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধেও আমরা ফিলিস্তিনের গাজায় মানবতার কবর রচিত হইতে দেখিতেছি। ফিলিস্তিন গত এক বত্সর ধরিয়াই ছিল অশান্ত, অধিকতর অস্থিতিশীল। আর এখন বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত ও বিরান ভূমি। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাহাদের অর্ধশতাব্দী ধরিয়া চলা সংকটের কোনো সুরাহা করিতে পারিল না! এই ব্যর্থতা যেমন জাতিসংঘের, তেমনি এই গ্রহে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষেরও বটে। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসী আর্তনাদ করিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের এই আহাজারি বিশ্বনেতাদের কর্ণকুহরে পৌঁছিতেছে বলিয়া মনে হয় না। এমনকি এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বড় বড় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ শান্তিকামী মানুষের যুদ্ধবন্ধের আহ্বানকে কোনো তোয়াক্কাই করা হইতেছে না। উপরন্তু অর্থ ও অস্ত্র দিয়া সহযোগিতা করিবার ঘটনাও ঘটিতেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বৃহত্তর গণসমাবেশ। তাহারা গাজাবাসীর প্রতি নৃশংসতাকে গণহত্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, ৭০ বত্সর পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা তাহাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাহাদের কথা শুনিবার এখনই সময়। গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস, ইতালিসহ ইউরোপ জুড়িয়াই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিক্ষোভ হইয়াছে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বেও। এমনকি খোদ ইসরাইলেও যুদ্ধবন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এখনো বিশ্বের আনাচকানাচ শান্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রহিয়াছে। গাজায় নৃশংস এই হত্যাযজ্ঞের শেষ কোথায়? সর্বশেষ খবর অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর গাজায় ইসরাইলি বর্বরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চালানো হইয়াছে বাংকার বাস্টার বোমাহামলা। ইহাতে এক দিনেই নিহত হইয়াছে ৭০০ ফিলিস্তিনি। ইহার অধিকাংশই নারী ও শিশু। দক্ষিণ গাজায় ফিলিস্তিনিদের এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কথা বলিয়া এখন সেইখানেই শক্তিশালী বোমাবর্ষণ চলিতেছে। অসহায় ফিলিস্তিনিদের এখন মিশরের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে সেইখানে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইখানকার হাসপাতালগুলির অবস্থা এখন আরো নাজুক। ইতিমধ্যে গাজার ১৫ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হইয়াছেন। বেসামরিক মানুষ, আবাসিক এলাকা, উপাসনালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি শরণার্থী শিবির ও হাসপাতালে হামলা চালানো অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। ইহা মানবাধিকারের চরম সীমা লঙ্ঘন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই পর্যন্ত গাজায় ইসরাইলি হামলায় ১৫ হাজার দুই শতেরও অধিক ফিলিস্তিনি নিহত হইয়াছেন। আহত হইয়াছেন ৪০ সহস্রাধিক। উত্তর গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার পর এখন দক্ষিণ গাজায় হামলা চালানো হইতেছে নির্বিচারে। কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ এলাকা ধুলার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, গাজা জুড়িয়া অন্তত ৯৮ হাজার ভবন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

গাজাতে যাহা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই রকম নির্মম ও নৃশংস মৃত্যুর ঘটনা একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াও দেখিতে হইবে, তাহা আমরা ভাবিতে পারি নাই। নৃশংস হামলার দৃশ্য আন্তর্জাতিক চ্যানেলে দেখিয়া আমরা শোকে নিস্তব্ধ ও পাথর হইয়া যাইতেছি। বর্তমান বিশ্বে কোনো পক্ষই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। আফগানিস্তান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশ তাহার প্রমাণ। সেই সকল দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধে বারংবার মানবতারই পরাজয় হয়। শিশু ও নারীসহ লক্ষ লক্ষ বনি আদমের মৃত্যুর বিভীষিকা, অগণিত পঙ্গু মানুষের ভুবনবিদারী আর্তনাদ ছাড়া যুদ্ধে তেমন কিছুই অর্জিত হয় না। অতএব, গাজা ও ইউক্রেনে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হউক, সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হউক—ইহাই আমরা প্রত্যাশা করি।

•••••••••••••

ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিলেই কি আমেরিকায় আদানির সমস্যা সমাধান

যুক্তরাষ্ট্রে বড় ধাক্কা খেয়েছেন ভারতের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী গৌতম আদানি। আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নানা প্রভাব ফেলছে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সম্ভবত আদানির বিষয়টির সমাধান হয়ে যাবে। বিশ্লেষণ **বিবিসি বাংলা-র।**

কিছুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় উদ্‌যাপন করলেন বিশ্বের অন্যতম ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ী গৌতম আদানি। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি ও অবকাঠামোগত প্রকল্পে এক হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ৬২ বছর বয়সী এই ভারতীয় ধনকুবেরের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে প্রতারণা-সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

এই অভিযোগের প্রভাব পড়তে পারে তার ১৬ হাজার ৯০০ কোটি ডলারের বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যে (যার মধ্যে বন্দর পরিচালনা এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন রয়েছে)। শুধু তা-ই নয়, আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সম্ভাব্য প্রভাব কিন্তু পড়তে পারে দেশে-বিদেশে বিস্তৃত তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষায়।

মার্কিন ফেডারেল কৌঁসুলিরা গৌতম আদানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁর ব্যবসায়িক প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার সময় তিনি এই তথ্য গোপন করেছিলেন যে ওই বরাদ্দ তিনি পেয়েছেন ২৫ কোটি ডলার ঘুষ দিয়ে।

ফেডারেল কৌঁসুলিদের আরও অভিযোগ, ২০ বছর ধরে ২০০ কোটি ডলারের মুনাফাযুক্ত চুক্তি পেতে আদানি ও তাঁর গোষ্ঠীর কর্মকর্তারা ভারতীয় কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছেন।

আদানি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে একে 'ভিত্তিহীন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এই পুরো বিষয়টা ইতিমধ্যে আদানি গোষ্ঠীর পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গত বৃহস্পতিবার ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বাজারমূল্য খুইয়েছে আদানি গোষ্ঠীর অধীন প্রতিষ্ঠানগুলো। এর ফলে তার ১০টি প্রতিষ্ঠানের কম্বাইন্ড ক্যাপিটাল ক্যাপিটালাইজেশন বা সম্মিলিত বাজার মূলধন ১৪ হাজার ৭০০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সংস্থা 'আদানি গ্রিন এনার্জি'র তরফে জানানো হয়েছে, তারা ৬০ কোটি ডলারের বন্ড অফার নিয়ে আর এগোবে না। ভারতের ধনকুবের গৌতম আদানি ভারতের ধনকুবের গৌতম আদানিফাইল ছবি: রয়টার্স

এদিকে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রভাব ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য ও রাজনীতিতে কতটা পড়তে পারে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ভারতের শীর্ষস্থানীয় অবকাঠামো ব্যবসায়ী গৌতম আদানির সঙ্গে এই দেশের অর্থনীতির গভীর যোগ রয়েছে। তিনি ১৩টা বন্দর (৩০ শতাংশ বাজার শেয়ার), সাতটি বিমানবন্দর (যাত্রী ট্রাফিকের ২৩ শতাংশ) পরিচালনা করেন। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিমেন্টের ব্যবসা (বাজারের ২০ শতাংশ) তাঁর।

ছয়টি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনাকারী আদানি গ্রুপ, ভারতের জ্বালানি খাতের বৃহত্তম বেসরকারি 'খেলোয়াড়'। একই সঙ্গে তিনি গ্রিন হাইড্রোজেনের খাতে পাঁচ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৮ হাজার কিলোমিটার (৪ হাজার ৯৭০ মাইল) দীর্ঘ প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইনও পরিচালনা করে আদানি গোষ্ঠী।

গৌতম আদানি ভারতের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করছেন। ভারতের বৃহত্তম বস্তির পুনর্নির্মাণও করছে তাঁর গোষ্ঠী। গৌতম আদানির অধীন সংস্থাগুলো ৪৫ হাজারের বেশি লোককে নিয়োগ করলেও তাঁর ব্যবসা কিন্তু দেশব্যাপী লাখ লাখ মানুষকে প্রভাবিত করে।

গৌতম আদানির বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার তালিকায় রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় কয়লার খনি পরিচালনা, মরক্কোর বিমানবন্দর পরিচালনা ও জ্বালানি প্রকল্প। তানজানিয়া এবং কেনিয়াজুড়ে ১০০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের অবকাঠামোগত প্রকল্পের ওপরেও আদানি গোষ্ঠীর নজর রয়েছে। ভারতীয় এই ব্যবসায়ীর বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীতিগত অগ্রাধিকারগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সাম্প্রতিক সময়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর মনোনিবেশ।

প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদি এবং গৌতম আদানি দুজনই ভারতের গুজরাট রাজ্য থেকে উঠে এসেছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থাকার সময় থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে সমালোচকেরা আদানি গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যকে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' (এমন একধরনের অর্থনীতি, যেখানে রাজনৈতিক যোগাযোগের কারণে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ সুবিধা পায়) হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু এই সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও গৌতম আদানি উন্নতি করেছেন। একই সঙ্গে যেকোনো সফল ব্যবসায়ীর মতো তিনি অনেক বিরোধী নেতার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছেন এবং তাঁদের রাজ্যে বিনিয়োগও করেছেন।

> এটা (ঘুষের অভিযোগটা) অনেক বড় (আকারের অভিযোগ)। আদানি এবং মোদি দীর্ঘদিন ধরে অবিচ্ছেদ্য। এটি ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে চলেছে।
>
> **রঞ্জয় গুহঠাকুরতা, ভারতীয় সাংবাদিক**
>
> ভারতে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়া কোনো নতুন খবর নয়; কিন্তু যে পরিমাণ অর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি বিস্ময়কর। আমার সন্দেহ, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন কয়েকজনের নাম রয়েছে, যাঁরা (ঘুষের) প্রাপক ছিল।
>
> **নির্মাল্য কুমার, অধ্যাপক, সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি**

এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিয়ে ব্যাপকভাবে লেখালেখি করেছেন ভারতীয় সাংবাদিক পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা। তিনি বলেন, এটা (ঘুষের অভিযোগটা) অনেক বড় (আকারের অভিযোগ)। আদানি এবং মোদি দীর্ঘদিন ধরে অবিচ্ছেদ্য। এটি ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে চলেছে।

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ২০২৩ সালে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে স্টক ম্যানিপুলেশন এবং জালিয়াতির অভিযোগ তোলার পর গৌতম আদানি নিজের ভাবমূর্তি পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টায় প্রায় দুই বছর ব্যয় করেছেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে সেই অভিযোগের কারণে মার্কেট সেল-অফ (মার্কেট সেল-অফ হলো বিপুলসংখ্যক সিকিউরিটিজের দ্রুত বিক্রয়, যার ফলে তার দাম কমে যায়) হয়েছে এবং সে বিষয়ে ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) তদন্তও করছে।

আমেরিকান থিঙ্কট্যাংক উইলসন সেন্টারের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বিবিসিকে বলেন, গৌতম আদানি তাঁর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। দেখাতে চাইছেন যে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের তাঁর বিরুদ্ধে তোলা আগের জালিয়াতির অভিযোগগুলো সত্য ছিল না। তাঁর সংস্থা এবং তাঁদের সব ব্যবসা আসলে বেশ ভালোভাবেই চলছিল। তিনি আরও বলেন, গত এক বছর বা তার বেশি সময়ে বেশ কয়েকটা নতুন চুক্তি এবং বিনিয়োগ হয়েছে। তাই এই বিলিয়নেয়ারের কাছে যিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আগের অভিযোগের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতি ঝেড়ে ফেলতে খুবই ভালোভাবে কাজ করেছেন এটা (যুক্তরাষ্ট্রে দায়ের হওয়া অভিযোগ) একটা আঘাত মাত্র।

আপাতত দেশে মূলধন সংগ্রহ করার বিষয়টা গৌতম আদানির নগদ-সাশ্রয়ী প্রকল্পগুলোর জন্য 'চ্যালেঞ্জিং' বলে প্রমাণিত হতে পারে।

বাজার-বিশ্লেষক অম্বরীশ বালিগা বিবিসিকে বলেন, এটা যে কতটা গুরুতর তা বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখেই বোঝা যায়। এর পরেও বড় প্রকল্পগুলোর জন্য তহবিল সুরক্ষিত করতে সক্ষম হবে আদানি গোষ্ঠী, তবে একটু বিলম্ব হতে পারে।

তবে সাম্প্রতিক অভিযোগগুলো গৌতম আদানির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় একটি বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ইতিমধ্যে আদানি শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি অর্থের চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে কেনিয়া। বাংলাদেশে বিতর্কিত জ্বালানি চুক্তিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন তিনি।

সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির লি কং চিয়ান স্কুল অব বিজনেসের অধ্যাপক নির্মাল্য কুমার বিবিসিকে বলেন, এটা (ঘুষের অভিযোগ) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তার বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বন্ধ করবে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, এর প্রভাব আর কী পড়তে পারে, বিশেষত রাজনৈতিক দিক থেকে।

বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী গৌতম আদানিকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন এবং এই ইস্যু নিয়ে সংসদ তোলপাড় করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এটা অবশ্য তাঁর কাছ থেকে খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়। অধ্যাপক নির্মাল্য কুমারের মতে, 'ভারতে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়া কোনো নতুন খবর নয়; কিন্তু যে পরিমাণ অর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি বিস্ময়কর। আমার সন্দেহ, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন কয়েকজনের নাম রয়েছে, যাঁরা (ঘুষের) প্রাপক ছিল। ভারতের রাজনীতির ময়দানে এটা (ঘুষ দেওয়ার অভিযোগবিষয়ক পুরো মামলা) প্রতিধ্বনিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন আরও অনেক কিছু আসতে চলেছে।'

এই বিষয়টা সহজেই অনুমান করা যায় যে গৌতম আদানির গোষ্ঠী শীর্ষ স্তরের আইনি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরি করবে।

মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, 'আপাতত আমাদের কাছে শুধু অভিযোগ রয়েছে, এখনো অনেক কিছুই উন্মোচিত হওয়া বাকি রয়েছে।' তিনি মনে করেন, এর ফলে মার্কিন-ভারত ব্যবসায়িক সম্পর্ক তদন্তের মুখে পড়তে পারে। তবে তার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য কম। বিশেষত শ্রীলঙ্কায় একটি বন্দর প্রকল্পের জন্য গৌতম আদানির সঙ্গে সাম্প্রতিক ৫০ কোটি ডলারের মার্কিন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাগুলো বলেছেন কুগেলম্যান। গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও কিন্তু বৃহত্তর দিক থেকে মার্কিন-ভারত বাণিজ্য এখনো সম্পর্ক দৃঢ়।

কুগেলম্যানের কথায়, 'ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক কিন্তু বৃহৎ এবং বহুমুখী। ভারতীয় অর্থনীতির একজন বড় খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত হন এমন কারও বিরুদ্ধে এ-জাতীয় গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি না যে এই বিষয়কে (ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর গৌতম আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রভাব) অতিরঞ্জিত করা উচিত।'

এ ছাড়া মার্কিন-ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকা সত্ত্বেও গৌতম আদানিকে নিশানা করা যাবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কারণ, এটা নির্ভর করবে নতুন প্রশাসন এই মামলাগুলো চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় কি না, তার ওপর।

অম্বরীশ বালিগা বিশ্বাস করেন, এটা আদানি গোষ্ঠীর জন্য চরম বিপর্যয়ের বা হতাশার বিষয় নয়। তিনি বলেন, 'আমি এখনো মনে করি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এবং ব্যাংকগুলো তাদের (আদানি গোষ্ঠীকে) সমর্থন করবে যেমনটা হিন্ডেনবার্গের রিসার্চ প্রকাশের পর করেছিল। এর কারণ হলো তারা (আদানি গোষ্ঠী) বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতীয় অর্থনীতির দিক থেকে যে খাত বেশ ভালো করছে তার অংশ।'

বালিগার কথায়, 'বাজারে যে ধারণা রয়েছে, তা হলো (ডোনাল্ড) ট্রাম্প প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পরে এটা (অভিযোগ) সম্ভবত আর থাকবে না এবং বিষয়টার সমাধান হয়ে যাবে।'

শিক্ষার অধিকার, বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় স্কুল ছুট সমস্যা

এম ওয়াহেদুর রহমান

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। অর্থাৎ শিক্ষা একটি জাতির সম্ভাবনা উন্মোচনের চাবিকাঠি। শিক্ষা ব্যাতিত ব্যক্তি জীবন অচল, দেশ এবং জাতির ও উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যায়। ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।শিক্ষার অধিকার ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক অধিকার। এই শিক্ষার অধিকারের মূল লক্ষ্য প্রতিটি শিশুর বিনামূল্যে তথা বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা। ২০০২ সালের ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের ২১ (ক) ধারায় শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ৬- ১৪ বছর বয়সী সকল ভারতীয় শিশুর জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যিক কিংবা বাধ্যতামূলক। শিক্ষা গ্রহনের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য পার্লামেন্ট ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে 'Right of Children to free and compulsory Education Act,2009 ' প্রণয়ন করেছে। এই আইনটি ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বলবৎ হয়েছে। তবু ও শিক্ষার অধিকার আইনটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হয়নি। এই ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্কুল ছুট সমস্যা। সাধারণত দারিদ্র্যতা, স্কুলের দূরত্ব, অভিভাবকদের আচরণ প্রভৃতি হলো বিশ্বব্যাপী স্কুল ছুটের প্রধান কারণ। ভারতে অর্থনৈতিক সাহায্য ও বিভিন্ন পড়ার সামগ্রী দেওয়ার পর ও দেশের আগামী প্রজন্ম স্কুলমুখী হচ্ছে না, যা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে। স্কুলের দূরত্ব কিংবা পড়ার খরচ বিদ্যালয় ছুটের মূল কারণ নয়, তা সমীক্ষায় প্রমাণ করেছে ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (N .F.H. S) পড়ার খরচ নয় , পড়ার প্রতি অনাগ্রহই পড়ুয়াদের স্কুল বিমুখ করছে। কিন্তু এই প্রবণতা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। অর্থাৎ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ না থাকার জন্য বাচ্চারা স্কুলে যেতে চাইছে না।তারা স্কুলে গেলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে , জেনে ও অনেক বাবা - মায়েরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন না। আবার অনেকেই পড়ার খরচের জন্য স্কুলমুখী হচ্ছে না। এখন ও অনেক বাচ্চারা হয়তো দু'বেলা আহার পায় না। যাদের পেটে খাবার জোটে না, তারা স্বাভাবিকভাবে মনে করে, পড়াশোনা নেহাতই বিলাসিতা। কিছু ছেলে -মেয়ে গৃহকর্মের জন্য স্কুল বিমুখ হয়ে থাকে। তাছাড়াও শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ সত্বেও রোজগারের জন্য বাচ্চারা শিশুশ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ বাচ্চারা শিক্ষাঙ্গন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মেয়েদের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে, মেয়েদের স্কুল ছুটের অন্যতম কারণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

অনেক সময় শিশু কিংবা কিশোররা প্রায়শই মাথা ব্যাথা,পেট ব্যাথা বা অন্য ধরনের ব্যাথার মতো শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে স্কুল থেকে পলায়ন করে বা ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। কখনো বা বাচ্চাদের বিচ্ছেদ উদ্বেগ থাকতে পারে। বাবা - মাকে ত্যাগ করে দূরে থাকায় বাচ্চাদের মধ্যে ত্রাস কিংবা ভয়ের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় বন্ধুদের দ্বারা সমালোচনা কিংবা বর্জনের ভয় অথবা ধমকের শিকার হয়ে তারা বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে থাকে। এছাড়াও যে শিশুরা গার্হস্থ্য সহিংসতার প্রত্যক্ষদর্শী ,তারা ও অনেক সময় নির্যাতিত কিংবা অবহেলিত হয়ে জীবন সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ছাত্র - ছাত্রীদের বিদ্যালয় মুখী করার জন্য তাদের বিনামূল্যে পুস্তক,খাতা বিতরণ করা থেকে শুরু করে মধ্যাহ্নকালীন আহার, পোশাক, অবৈতনিক শিক্ষা , বিভিন্ন বৃত্তি, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্র -ছাত্রীদের জন্য নানা সুবিধা দিচ্ছে সরকার। এত কিছুর পরও আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছিনা কিংবা পাওয়া যাচ্ছে না আশাপ্রদ ফল।

বিদ্যালয় বললেই ছাত্র- ছাত্রীদের মনের আয়নায় যে ছবিটি ভেসে ওঠে,তা হলো শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক - শিক্ষিকা, পাঠদান ও পরীক্ষা প্রভৃতি। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়া মানে প্রথম দিন থেকেই পাঠ্যবই হাতে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান; তাদের নিকটে এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে শিশুমন বা বড়রা ও হাঁপিয়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চাই শিক্ষক - শিক্ষিকাদের নিবিড় ও আত্মিক সম্পর্ক। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে দেখা যায় বিস্তর ব্যবধান। যার ফলে বেশিরভাগ ছাত্র -ছাত্রীদের মনে ভয় ভীতি, অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা কাজ করে। তাই ছাত্র- ছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। স্কুল পাঠ্যক্রমের সেকেলে প্রকৃতি ও স্কুল ছুটের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। জার্নাল অফ ইন্ডিয়া এডুকেশন রিসার্চ অনুসারে, ভারতীয় স্কুল পাঠ্যক্রম প্রায় বাস্তব - বিশ্বের চাহিদা এবং সমসাময়িক দক্ষতার সাথে প্রাসঙ্গিকতার অভাব বোধ করে। যা পড়ানো হয় এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য যা প্রয়োজন তার মধ্যে এই অমিল নথিভুক্তকরণকে বাধা দিতে পারে। একইভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জার্নাল অফ ইন্ডিয়া এডুকেশন ভারতীয় শ্রেণিকক্ষে রোট লার্নিং এবং শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল তাকে চিহ্নিত করে, যা ছাত্র - ছাত্রীদের ব্যস্ততা তথা সমালোচনামূলক চিন্তা দক্ষতাকে বাধা দেয়। সেকেলে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের এবং এবং শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারে। জাতিগত পৃথকীকরণ,লিঙ্গ বৈষম্য শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র - ছাত্রীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

স্কুল ছুট সমস্যা যে কেবলমাত্র ভারতকে জর্জরিত করেছে-তা নয় বরং বর্তমান একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এর জন্য মূলত দায়ী আর্থ- সামাজিক পরিকাঠামো হলে ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব, বাস্তবসম্মত নীতির অভাব, বিদ্যালয়ে বৃত্তি শিক্ষার অভাব , বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম আইনের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগে ব্যর্থতা - প্রভৃতি উপাদানগুলির ভূমিকা ও অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা,ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রাম এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপের বিভিন্ন পরিসরের অফার করা বিভিন্ন আগ্রহের সাথে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে পারে। স্কুলগুলিতে প্রথাগত শ্রেণিকক্ষ সেটিং এর বাইরে একটি সামগ্রিক শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। তাছাড়াও বিদ্যালয় লাইব্রেরি, খেলাধুলার সুবিধা, চলমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নিয়মিত মূল্যায়ন, ডিজিটাল লিটারেসি প্রোগ্রাম , ডেটা বেশ প্রথা চালু হলে বাচ্ছারা অনেকটাই স্কুল মুখী হয়ে উঠবে। শ্রেণিকক্ষের পাঠদান হওয়া চাই খুব আগ্রহ সৃষ্টিকারী এবং তা দেওয়া হোক নতুনত্বের মোড়কে। যেন ছাত্র - ছাত্রীরা স্কুল বিমুখ না হয় ।

প্রথম নজর

দোমোহনার মাদ্রাসায় সামাজিক ন্যায় ও স্বাধিকার মঞ্চের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার দোমোহনা স্থিত রহতপুর হাই মাদ্রাসায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল সামাজিক ন্যায় ও স্বাধিকার মঞ্চের একটি গুরুত্বপূর্ন সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের রাজনীতি বিমুখ ইলিট সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং হিংসা-ঘৃণার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ।

সভায় প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে জাত ভিত্তিক জন গণনার দাবি এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্পর্কিত সম্প্রতি ঘোষিত রায়ের বিরোধিতা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সারের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং ন্যায্য মূল্য আদায়ের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

এই সভায় শতাধিক মানুষ সমবেত হন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীমতি রঞ্জনা রায়, শিক্ষক সাহিদুর রহমান, এবং দ্বিনেশ সিংহ।

সভায় এই মঞ্চের উদ্যেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পাশারুল আলম। তিনি রাজনীতি বিষয়ে যে সমস্ত মানুষ বিমুখ হয়ে আছেন। তারা এই মঞ্চে যুক্ত হয়ে সামাজিক কাজকর্ম করতে পারেন। শ্রীমতি রঞ্জনা রায় সভার সভাপতিত্ব করেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে সামাজিক ন্যায় ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভাটি একাত্মতার বার্তা দিয়ে শেষ হয়। ভবিষ্যতে এই মঞ্চের উদ্যোগে আরও আন্দোলন এবং কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

হুগলির কুমিরমোড়ায় ক্বেরাত সম্মেলন

সেখ আবদুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: শুক্রবার হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানার কুমিরমোড়া মদিনানগর মাদ্রাসা আসহাবুস সুফফায় এক কেরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান ক্বারী হিসাবে কোরআন তেলাওত করেন বাংলাদেশের বিখ্যাত ক্বারী আলহাজ্ব সাইদুল ইসলাম, এছাড়াও জেলার নামকরা ক্বারী সৈয়দ আবদুল্লাহ, ক্বারী শামসের তবরেজ প্রমুখ কোরআন তেলাওতের মাধ্যমে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। মাদ্রাসার সম্পাদক মুফতী আব্দুর রব সাহেব জানান, ভবিষ্যতে এই রকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্বারীদের নিয়ে আরো অনুষ্ঠান করা হবে।

সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন ডানকুনী পৌর সভার পৌরমাতা হাসিনা শবনম, মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি হাজী সুলতান মন্ডল, হাফেজ সেফাতুল্লা হালাদর, ওস্তাজুল হুপ্পাজ সাইফুদ্দিন মিদ্দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সেখ শামসুল হুদা।।

রাধারঘাট ১ পঞ্চায়েতে গ্রাম সংসদের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: শনিবার বহরমপুরের রাধারঘাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর গ্রাম সংসদে গ্রাম সংসদ সভা আয়োজন করা হয়, সভায় উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের মেনকা বেগম উপপ্রধান মাধব কুমার সরকার , জয়ন্ত চৌধুরী ডিস্ট্রিক কো-অর্ডিনেটর রাজনিতা মুখার্জী এবং ব্লক কোডিনেটর ইদ্রিস আলী । আগামী ২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষের পরিকল্পনা গ্রহণ সংসদ সভায় উপস্থিত সকল ভোটার গণের নিকট হইতে এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ, ভোটারদের কাছ থেকে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট পানীয় জল ছাড়াও এলাকার সামাজিক উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ বন্ধ অল্প বয়সে মা হওয়া , শিশু মৃত্যু মাতৃ মৃত্যু কমানোর উদ্দেশ্যে সচেতনতা সভা।

শীতবস্ত্র বিতরণ ও রক্তদাতাদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: হরিহরপাড়া থানার অন্যতম সেচ্ছাসেবী সংগঠন রুকুনপুর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গরীব অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও রক্তদাতাদের সংবর্ধনা। ২০০ জন অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় এবং ৯০ জন রক্তদাতা কে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত মাইনুল ইসলাম, সাংবাদিক মোকতার হোসেন মন্ডল, রাজ্য জমিয়তের আইটি সেলের কোর কমিটির সদস্য হাফেজ জাকির সেখ, হরিহরপাড়া জমিয়তের মুফতী ইসরাইল, প্রাক্তন বিধায়ক ইনসার আলি বিশ্বাস, তন্ময় বিশ্বাস, প্রধান আবেজুদ্দিন সেখ, সমসের আলি বিশ্বাস, গোলাম মোস্তফা, মুফতী জাইদুল সেখ, হাফেজ উবাইদুর রহমান প্রমুখ।

জীবিত মানুষকে মৃত বলে বার্ধক্য ভাতা কেটে দেওয়ার অভিযোগ ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে মৃত ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে সংসার করে চলেছেন,আর সেই ব্যক্তির পরিবারকে পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফোন করে মৃত্যুর কথা জানান এমনি অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল ব্লকের ৮ নং রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর চাঁদের পাড়া এলাকায়, পরিবারের দাবি রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফোন আসে যে অভিমান্য হালদার নামের বয়স ৬৫ এক ব্যক্তি মারা গিয়েছে তাই অভিমান্য হালদারের বার্ধক্য ভাতার তালিকা থেকে নাম কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।সেই ঘটনার পাঁচ মাস কেটে গেলেও কোনো সমাধান হয়নি এমনকি একাধিক বার ব্লক অফিসে যোগাযোগ করলেও আজও বার্ধক্য ভাতার টাকা মেলেনি,

অভিমান্য হালদার বলেন গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে আমি বার্ধক্য ভাতা পেয়ে আসছি হঠাৎ

করে পাঁচ মাস আগে পঞ্চায়েত অফিস থেকে একটা ফোন আসে আমার বাড়ির মোবাইলে তখন বৌমা ফোন ধরতেই বলেন যে অভিমান্য মারা যাওয়ায় কারণে তার বার্ধক্য ভাতার তালিকা থেকে নাম কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে বৌমা তার শ্বশুর মশায় কে ফোন ধরিয়ে দেন তখন পঞ্চায়েত অফিসে কর্মীর সঙ্গে কথা বললে আশ্বাস করলে বলেন আপনার নাম লিখে নিনাম,তার পর থেকে তার মৃত্যুর কারণ দেখিয়ে বার্ধক্য ভাতা কেটে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন অভিমান্য হালদার।তিনি আরো বলেন আমি বিডিও অফিসে লিখিত আবেদন জানিয়েছি পুনরায় আমার ভাতা চালুর জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো উত্তর পাইনি।

এই ঘটনায় প্রতিবেশীরা বলেন এটা কিভাবে হয় একজন জীবিত মানুষ কে মৃত বলে নাম বাদ দিয়ে দেই ,নাম বাদ দেওয়ার আগে সরকারি ভাবে তদন্ত করার পরেই সেটা কেটে দেওয়া হয় এই ক্ষেত্রে কেনো এমনটা হলো এই প্রশ্ন তুলেন। অসহায় পরিবার বার্ধক্য ভাতার টাকা দিয়েই সংসার চলে আর সেই টাকা আর পাচ্ছে না সংসার চালাতে অনেক সমস্যা হচ্ছে পরিবারের।তাই যাতে পুনয়ার ভাতার টাকা পাই সেই আবেদন জানান সকলে।

ঘটনার বিষয়ে রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি রেন্টু মণ্ডল জানান বিষয়টা আমার জানাছিল না তবে যদি এমনটা হয় সেটা খুবই খারাপ বিষয় আমি আমার বিষয়টার খোজ খবর নিয়ে দেখছি,যাতে করে পুনরায় তার বার্ধক্য ভাতার টাকা চালু হয় সেই চেষ্টা করবো। ডোমকল বিডিও জানান বিষয়টা দেখা হচ্ছে কিভাবে কি হয়েছে,খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে যাবে।

এই নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে,এখন দেখার কবে ফিরে পাই তার বার্ধক্য ভাতার টাকা,আর নিজেকে জীবিত প্রমাণ কিভাবে করবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

পুরসভার ভিতরে জুয়ার ঠেকে হানা দিল হাওড়া পুলিশ

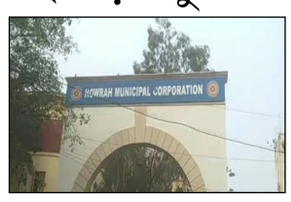

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পুরসভার ভিতরেই চলছিল জুয়ার ঠেক। অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার রাতে হাওড়া পুরসভায় হানা দেয় পুলিশ। ১৩ জনকে হাওড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃতদের শনিবার দুপুরে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। ধৃতেরা হলো সাগর রাজবংশী, বিশাল সোনকার, বিশাল ভগত, অনিল সাউ, মহম্মদ শামস, আজিজ আহমেদ, ঋত্বিক জালাল, সুরজ কুমার, বিকাশ সাহানি, বাবলা রাও, আব্দুল কালাম, সাগর মল্লিক এবং সানি সাউ। অবৈধ জুয়া খেলার অভিযোগে এদের গ্রেফতার করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসায় পাগড়ি প্রদান

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: শনিবার ফুরফুরা দরবার শরীফে ঐতিহাসিক ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার বাৎসরিক মিলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরীফের আলা হযরত দাদা হুজুর পীর নিজ হাতে আধুনিক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন ১৯০২ সালে। এদিন সকাল থেকেই কোরান পাঠের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। নাত,গজল,কেরাত সহ ইসলামী সংস্কৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।এবছরে বিদায়ি মোট ৭৩ জন ছাত্রকে পাগড়ি দেওয়া হয়।তাদের প্রত্যেক কে একটি করে দাদা হুজুরের জীবনি পুস্তক উপহার দেন পীরজাদা মাওলানা হোজায়ফা সিদ্দিকী। আখেরি দোয়া করেন পীর হযরত মাওলানা কারী ইসমাইল সিদ্দিকী। এদিন উপস্থিত প্রধান শিক্ষক আবু তালহা সিদ্দিকী, সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলীগন উপস্থিত ছিলেন।

দুবরাজপুরে জমি দখলের অভিযোগে বিক্ষোভ আদিবাসী সমাজের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: জল, জমি,জঙ্গল নিয়ে যাদের আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘায়িত তাদের ই দখলীকৃত বা ব্যবহৃত জমি হস্তক্ষেপ করতে গেলে আদিবাসী সমাজের লোকজন বিক্ষোভে মুখরিত হয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। জানা যায় যে, দুবরাজপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের মাজুরিয়া গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় জমি দখল করে বিক্রি করার অভিযোগে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আদিবাসীরা। জমির পাশাপাশি ওই এলাকায় সর্বসাধারণের ব্যবহার যোগ্য একটা জলাশয় ও বুঝিয়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন দুবরাজপুর থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য জমি সমতলিকরনের উদ্দেশ্যে একটা জেসিবি মেশিন নামানো হয় এবং জলাশয় বুঝিয়ে ফেলতেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যার প্রেক্ষিতে গত পাঁচ দিন ধরে মেশিন আটকে রাখে গ্রামবাসীরা।এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের হুমকি দিয়ে জমি দখলের চেষ্টা করছেন জমি

মালিক থেকে শুরু করে জমি দালালরা। সেই ক্ষোভে তীর-ধনুক, দাঁ, কুড়ুল, ঝাঁটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় দিশম আদিবাসী গাঁওতার উদ্যোগে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য যে জায়গাটা সমতলিকরন করা হয়েছে সেটা চাষযোগ্য জমি ছিল। উক্ত জমির মধ্যে চাষকৃত বর্গাদারকে ভয় দেখিয়ে টিপ সই করানোর ও অভিযোগ ওঠে জমির মালিকের বিরুদ্ধে। প্রায় ২৫ বিঘা জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে জমির মালিক।

ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরকে ঘিরেও ক্ষোভ দেখান আদিবাসীরা। যদিও কাউন্সিলর বনমালী ঘোষ জানান, এই বিষয়ে তাকে কেউ কিছু জানায়নি। খবর পেয়ে ছুটে এসেছি।

আইনগতভাবেই জমির মালিক কে কাজটা বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে এবং পৌরসভার পক্ষ থেকে নোটিশ করে জলাশয়টা খনন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মালিকের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেবো।

যদিও জমির মালিক দীপঙ্কর দে জানান, ওই এলাকায় প্রায় ১৬ বিঘা জমি তার দাদুর নামে রয়েছে। ওরা বেআইনিভাবে দখল করতে চাইছে। জলাশয়টা আবার খনন করে দেবো। আমরা কাউকে হুমকি দিইনি।

ভাগীরথীর জলে তলিয়ে গেল দুই নিষ্পাপ শিশু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ভাগীরথী নদীর স্টিমার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেল দুই শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত স্টিমার ঘাট এলাকায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই শান্তিপুরের স্টিমার ঘাটে স্থানীয় বাসিন্দারা স্নান করছিলেন। সেই সময় আনুমানিক ১০ থেকে ১২ বছর বয়সী দুই শিশু নদীর ঘাটে আসে। তারা গেঞ্জি খুলে স্নান করতে নামে এবং প্রথমে ঘাটের কাছেই জলকেলি করছিল। পরে ধীরে ধীরে নদীর গভীর অংশে চলে যায়। হঠাৎই জলে তলিয়ে যেতে দেখা যায় তাদের। নদীর গভীরতা ও স্রোতের কারণে আর ভেসে উঠতে পারেনি তারা।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়রা তল্লাশি চালালেও এখনও পর্যন্ত শিশু দুটির খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শিশু দুটি সম্ভবত স্টিমার ঘাট সংলগ্ন এলাকার নয়, তবে শান্তিপুরেরই বাসিন্দা হতে পারে। এদিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে স্নান করার সময় শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই নিখোঁজ শিশু দুটির পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে।

স্থানীয় এক প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, “এই ঘাটটি দীর্ঘদিন ধরেই বিপজ্জনক বলে পরিচিত। নদীর স্রোত ও গভীরতা অনেক সময় বোঝা যায় না। প্রশাসনের উচিত এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।”

শান্তিপুর থানার ওসি জানান, “আমরা সর্বশক্তি দিয়ে শিশুদের খোঁজ করছি। পাশাপাশি তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। স্থানীয়দের সহযোগিতা চাইছি।” এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে আরও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অনেকে।

যক্ষ্মা রোগীদের খাবার প্রবাসী ডাক্তারের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি

আপনজন: আমেরিকার লাস ভেগাসে ইউনিভার্সিটি অফ নিভাডা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও কার্ডিওলজি বিভাগের ডিরেক্টর প্রবাসী বাঙালি চিকিৎসক মেমারির কৃতী সন্তান ডা. বুদ্ধদেব দাঁ-র আর্থিক আনুকূল্যে স্থানীয় প্রতিনিধি সেখ সামসুদ্দিনের সহযোগিতায় মেমারি হাসপাতালের যক্ষ্মা রোগীদের ২০ জনকে ৬ মাসের জন্য প্রোটিন যুক্ত খাদ্য দেওয়ার দায়িত্ব নেন। এই খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট রোগীদের হাতে তুলে দেন প্রবাসী চিকিৎসক বুদ্ধদেব দাঁ, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মেমারি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, বিএমওএইচ ডাঃ দেবাশীষ বাংলা, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জয়ন্ত দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সেরা শিক্ষকদের ‘দ্রোণাচার্য’ সম্মান তালিকায় বাসিরুল ইসলাম

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের উদ্যোগে রাজ্যের বেঙ্গল বোর্ডের ৫০০র বেশি অন্যতম সেরা রাজ্যের সেরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের “দ্রোণাচার্য” সম্মাননা পুরস্কার প্রদান। এশিয়ার সর্ববৃহৎ কলকাতার টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলে আয়োজিত সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে আগত বিষয়ভিত্তিক সেরা শিক্ষক- শিক্ষিকাদের “দ্রোণাচার্য” সম্মাননা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। গোটা রাজ্যের সেরা শিক্ষক-শিক্ষিকার তালিকায় কালিয়াচকের ভূমিপুত্র ও রমেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক মুহাম্মদ বাসিরুল ইসলাম পেলেন “দ্রোণাচার্য” সেরা শিক্ষক সম্মাননা।

স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্যই টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের পক্ষ থেকে এই সেরা শিক্ষকদের সম্মাননা জানানো হয়। রাজ্যের সেরা প্রধান শিক্ষক ও রাজ্যের সেরা বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকা এছাড়াও সেরা বানিজ্য বিভাগ ও রাজ্যের সেরা চিফ কো-অর্ডিনেটরদের সম্মাননা জানান টেকনো কর্তৃপক্ষ। জানা যায়, শিক্ষক বাসিরুল ইসলাম কালিয়াচকের হারুচক বালুগ্রামের বাসিন্দা।

তিনি মোজমপুর এইচ.এস. এস.বি. হাই স্কুলে মাধ্যমিক ও মালদার অক্রুরমনি করোনেশন হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সিটি কলেজ থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতক এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

২০০৭ সালে সহকারী শিক্ষক হিসেবে বাংলা বিষয়ে যোগদান করেন রমেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে। তারপরও পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন তিনি বর্তমানে তিলকামাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে গবেষণা করছেন। তার পাশাপাশি আরও এক কালিয়াচক গোলাপগঞ্জের শিক্ষক সুজিত সিংহকেও “দ্রোণাচার্য” পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। তিনি হাজী উম্মর আলী স্মৃতি বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক।

কালিয়াচকের দুই শিক্ষক এই সম্মাননা পাওয়ায় খুশির জোয়ার এলাকায়।

“দ্রোণাচার্য” পুরস্কারে পুরস্কৃত শিক্ষক বাসিরুল ইসলাম ও সুজিত সিংহ জানান, আমাদের কাছে এই সম্মান পাওয়া বিরাট গর্বের বিষয়। এই সম্মান আমাদের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমরা শিক্ষিত হলেই হবে না, আমরা শিক্ষাকে শুধু চারদেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না, শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে চাই চারদেওয়ালের বাইরে। যেখানে শিক্ষার আলো নেই বঞ্চিত রয়েছে শিশুরা তাদের জন্য কাজ করতে চাই। একজন শিক্ষকের আদর্শ হলো সমাজকে নিয়ে ভাবা, ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবাতে সাহায্য করা। ছাত্রছাত্রীদের আমরা সহজ সরলভাবে বাংলা বিষয়ে আয়ত্ত করতে সাহায্য করি, ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ আগ্রহ সহকারে আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং তারা আমাদের কাছে প্রাণের সম্পদ। আরও বলেন, শিক্ষাকে ভালোবেসে আমাদের এই পথচলা। আগামী দিনে এইভাবেই শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। এটাই বিশ্বাস করি শিক্ষার শেষ নেই, শিক্ষার স্বার্থে এগিয়ে যাব। এই সম্মান বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে উৎসর্গ করলাম। এই সম্মান আরো বহু শিক্ষা প্রেমী মানুষদের উদ্বুদ্ধ করবে এই আশা রাখি। আমরা এই সম্মাননা পেয়ে সত্যিই খুব ভালো লাগছে, মুহূর্তটা খুব স্মরনীয় হয়ে থাকবে। এই পুরস্কার আরো অনেক দায়িত্ব বাড়িয়ে দিল। আগামীতে চেষ্টা করব এই সম্মানের মর্যাদা রাখার। এছাড়াও আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে।

বাজার গাঁওয়ে ৭০০ জনের তৃণমূলে যোগদান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের বাজার গাঁও ১ ও ২ নম্বর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল আলোচনা ও যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভাটি বাজার গাঁও ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি অনুযায়ী, এদিন কংগ্রেস ও সিপিআইএম থেকে দুইজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রাক্তন দুই সদস্য সহ প্রায় ৭০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। চাকুলিয়া বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ জানান, প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ নেতা-কর্মী আজ আমাদের দলে যোগদান করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি মানুষের বিশ্বাস প্রতিফলিত হচ্ছে। উপস্থিত ছিলেন চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা, চাকুলিয়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি শারাফাত আলী, করণদিঘি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সুভাষ সিনহা, জেলা পরিষদের সদস্য আবদুর রহিম, বাজারে গাঁও এক পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি আব্দুল মাজেদ, বাজারে গাঁও ২ পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি বিনয় সিংহ, দুই অঞ্চল সভাপতি মোখলেসুর রহমান, জামিনি সিনহা, দুই অঞ্চলের যুব রতন সিংহ, তাজেবুর রহমান।

ডাকাতির আগে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুই যুবক

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বড়সড়ো সাফল্য দৌলতাবাদ থানার পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার মহারাজপুর মোড়সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় দৌলতাবাদ থানার ওসি দীপক হালদার সহ তার টিম। ওই এলাকায় অভিযান চালানোর সময় গভীর রাতে দুই যুবক ঘোরাফেরা করছিল পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাদেরকে আটক করে তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি ওয়ান শাটার পিস্তল, এক রাউন্ড গুলি, একটি লোহার শাবল, একটি লোহার জ্যাক, লাইলনের দড়ি, তারপরে ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে ধৃত যুবকদের নাম জানা যায় টনিক শেখ সহিমত শেখ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ক্লে কোর্টের সম্রাট
- নিবন্ধ: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের বাসিন্দাদের কথাবার্তা, আদব কায়দা
- অণুগল্প: হারিয়ে গেছে
- ধারাবাহিক গল্প: অন্তরালে অমাবশ্যা
- ছড়া-ছড়ি: অবহেলার পাতাগুলো

প্রফেসর হুমায়ুন কবির

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ

ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলোন হুমায়ুন কবির। তিনি একজন প্রথিতযশা বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, ঘরে বাইরে এক বিশিষ্ট দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। এই উপমহাদেশে তিনিই প্রথম যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। লিখেছেন **ড. শামসুল আলম।**

ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলোন হুমায়ুন কবির। তিনি একজন প্রথিতযশা বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, ঘরে বাইরে এক বিশিষ্ট দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। এই উপমহাদেশে তিনিই প্রথম যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। আজো এই স্থান উপমহাদেশের কেউ পান নি। ১৯৩০ সালে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এটাও ভারতবাসীদের একটা শ্রেষ্ঠ গর্বের বিষয়।তিনিই প্রথম ইংল্যান্ডের মাটিতে দাড়িয়ে অক্সফোর্ড ক্যাম্পাস থেকে বলতে পেরেছিলেন, “ এই সভা ব্রিটিশ রাজের ভারত নীতির নিন্দা করছে।” তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি অক্সফোর্ডে থাকাকালীন একসাথে তিনটি ইংরেজী পত্রিকা পরিচালনা করেন, যথা ছাত্র নিউজপেপার, আইসিস ও চেরওয়েল। কবির ১৯৩৩ সালে ভারত শীর্ষক অক্সফোর্ড মজলিস নামে এক বই লেখেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ করতে পারেন নি।

ভারতে ফিরে আসার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি বাংলা কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। পাশাপাশি তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন, ট্রেডইউনিয়ন করেন এবং বাংলা আইনসভার বিধায়ক নির্বাচিত হন। ৫০-৬০ দশকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও রাসায়নিক দপ্তরে কেবিনেট মন্ত্রী হন।

হুমায়ুন কবির ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরের কোমারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।১৯২২ সালে ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে বি এ অনার্স এবং এম এ তে প্রথম স্থান লাভ করে অক্সফোর্ডের বৃত্তি পেয়ে ভর্তি হন এক্সেটার কলেজে। ১৯৩১ সালে তিনি দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। অক্সফোর্ডে এত বেশি জনপ্রিয়তা কবিরের মতো আর তখন কারো ছিল না।

১৯৩৩ সালে কবির ড. রাধাকৃষ্ণানের অনুরোধে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন এবং অল্প কিছু মাস পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে যোগ দেন। মনে রাখতে হবে, শরৎ চন্দ্র বসু, আবুল হাসেম, সুরাবর্দীদেরে সাথে একযোগে হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিদের বাংলা ভাগের বিরোধিতায় মুখর হন। ১৯৫০ দশকে তিনি কেন্দ্রে নেহেরু মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। এরপর তিনি যুগ্ম শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা হন। এরপর হলেন কেন্দ্রের শিক্ষা সচিব যা কোন বাঙালী আজ পর্যন্ত হতে পারেন নি। এই সময় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের উজ্জ্বল তারকা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উর্দুতে প্রণীত পাণ্ডুলিপি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন যা ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম নামে জগৎ বিখ্যাত।এরপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হন। একাধিক দপ্তরে তিনি নেহেরু এবং শাস্ত্রীর অধীনে মন্ত্রীত্ব করেন। দূর্ভাগ্যবশত, ইন্দিরা গান্ধী তার অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেন নি। তাকে মাদ্রাজের গভর্নর করতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যন করেন।

১৯৫২-৫৬ সাল অবধি কবির রাজ্যসভার সদস্য হন এবং ১৯৬২-৬৯ সাল অবধি বসিরহাট কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৭ সালে বাংলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন অজয় মুখার্জিকে সাথে নিয়ে। ভাঙড়ের একটি নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন, “ একটা রুটি সেকতে গেলে একপিঠ পুড়ে যাবার আগে অন্য পিঠ সেকতে হয়। তেমনি কংগ্রেসী অপশাসনে রুটির মতো একপিঠ পুড়ছে। এবার আপনাকে অন্যপিঠ সেকতে হবে, অর্থাৎ কংগ্রেস জনবিরোধী সরকারের বদল ঘটাতে হবে।”

হুমায়ুন কবিরের ইংরেজিতে লেখা একাধিক বইয়ের মধ্যে দুটি বই জগৎ বিখ্যাত। সে দুটি হল ইমানুয়েল কান্টের দর্শন এবং নয়া ভারতের শিক্ষা। নদী ও নারী উপন্যাসও বাংলা সাহিত্যে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি বাঙালি জাতিকে গর্বিত করেছেন যখন দেখি তিনি জাতিসংঘের জাতিগত নিপীড়নের ওপর খসড়া রচনা করার দায়িত্ব পেলেন। প্রসঙত উল্লেখ্য, কবির ১৯৫৭-৫৯ সালে মুসলিম সংখ্যালঘু বিষয়ক এমন নোট তৈরি করেন যাকে নেহেরু কেবিনেট প্রশংসা করে। তিনি ঐ নোটে লেখেন, সংখ্যালঘুরা কেন্দ্রের প্রতিটি দপ্তরে চাকরি তাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী কত শতাংশ চাকরি পাচ্ছে তার লিখিত রিপোর্ট সরকারকে পেশ করতে হবে এবং কোথায় কোথায় বঞ্চিত হচ্ছে তাও লিপিবদ্ধ করে তার সমাধান খুজতে হবে। বিখ্যাত সাচার কমিটির রিপোর্টের পূর্বসূরি ছিলেন হুমায়ুন কবির যাকে আজো খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

হুমায়ুন কবির ছিলেন বাংলা সাহিত্যে এক অসামান্য দিকপাল যা,আজকাল অনেকে আমরা আজকাল ভুলে যাই। ১৯৪১ সালে লেখেন কবিতা এবং সমাজ, ১৯৪২ সালে “ সাহিত্যের মূল তত্ত, ১৯৪৩ এ বাংলার মুসলিম রাজনীতি ১৯৪৫ এ বাংলার কাব্য, পুরুষ এবং নদী, স্বপ্ন সাধ, সাথী, অষ্টাদশী, নদী ও নারী, ভারতে কৃষি শিক্ষার নতুন ধারণা, ১৯৫১তে মার্কসবাদ, ১৯৬১তে মীর্জা আবু ডালিব খান প্রভৃতি।

হুমায়ুন কবিরের পারিবারিক জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। তার স্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের শান্তি দাশগুপ্ত। তার কন্যা লায়লা কবির খ্রিষ্টান ধর্মের জর্জ ফার্নান্ডেজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার ভাই বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির হাড়েয়া কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন, যার পুত্র আলতামাস কবির ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

১৮ আগস্ট ১৯৬৯ সালে মাত্র ৬৩ বছর বয়সে হুমায়ুন কবিরের মৃত্যু হয়। বাংলা ডথা ভারতের সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, প্রফেসর, রাজনীতিবিদ হিসাবে হুমায়ুন কবির চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাকে মরণোত্তর ভারতরত্নে ভূষিত করা হলে সমগ্র ভারতবাসী খুশি হবে। কলকাতায় হুমায়ুন কবির ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করলে শিক্ষাজগত উপকৃত হতে পারে।

তন্ময় সিংহ

ক্লে কোর্টের সম্রাট

রাফায়েল নাদাল
সমীপেষু

সংখ্যা আর সৌন্দর্য এই দুইয়ের বিচারে কোনদিন আপনার কপালে এক নম্বরের শিরোপা আসবে না। কিন্তু আধুনিক টেনিসের ইতিহাসে আপনিই সর্বকালের সেরা কিনা এই বিতর্ক ও থেকে যাবে, ফেডারারের মতো স্কিলফুল, নোভাকে র মতো প্রফেশনাল আপনার টেনিস নয়, তবুও আপনার শরীর এবং চোট যদি না বারবার ক্যারিয়ারে ব্যাঘাত ঘটতো হয়তো সংখ্যার বিচারে আপনি রাফায়েল নাদাল সর্বশ্রেষ্ঠ হতেন। ডেভিস কাপ ম্যাচে পরাজিত হয়েছে যে টেনিস ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল, আজ আবার ডেভিস কাপে পরাজয়ের সাথে সাথে আপনার সেই ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটলো। এরই মাঝে আপনার বর্ণময় ক্যারিয়ারে থেকে গেলো বাইশ টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম সহ, চৌদ্দ বার বিজয়ী হয়ে ক্লে কোর্টের চিরকালীন সম্রাটের শিরোপা।

আপনার ওই হাসি, পেশি বহুল চেহারা আর বারবার সবাইকে ধন্যবাদ জানানো প্রভাবিত করেছে সারা বিশ্বকে। আপনার জন্যই একটা সাধারণ ডেভিস কাপের ম্যাচেও, ১০ হাজার দর্শক উপস্থিত হয়েছে আপনাকে বিদায় জানাতে। আবেগঘন বক্তৃতায় আপনি যখন ভালো মানুষ হিসেবে আপনাকে মনে রাখার কথা বলছেন তখন হাততালিতে ফেটে পড়ছে গোটা স্টেডিয়াম। দাঁড়িয়ে থেকে দর্শকেরা অভিবাদন করছে যা দেখেছিলাম যখন আপনি শেষবারের মতন যখন আপনার রাজত্বে অলিম্পিক খেলছিলেন। সিঙ্গেলসে চিরকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী নোভাকের সাথে যখন ৬০ তম ম্যাচ খেলার সময় শরীর দৃশ্যতই টানতে পারছিলো না। তবু আপনার প্রত্যেক পয়েন্টের পরে গোটা স্টেডিয়ামের একপেশে চিৎকারের সাথে তুলনীয় ঘটনা মনে হচ্ছিল একমাত্র সৌরভ গাঙ্গুলিকে বাদ দিয়ে রাহুলের নেতৃত্বে ইডেনে ভারতীয় দলের ক্রিকেট ম্যাচ। পরবর্তীতে শোনা যায় ভারতীয় দল কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে বলেছিল মনে হলো বিদেশ থেকে ফিরে এলাম। বারবার মনে হচ্ছিল মিরাক্যাল ঘটুক। কিন্তু কম্পিটিটিভ স্পোর্টস এ আবেগের কোন জায়গা নেই, যেখানে হয়তো একটু ম্যানেজ করা যেত সেই ডাবলসেও দেখলাম শরীর সাথ দিল না, তবে স্পেনের টেনিসের আপনার উত্তরাধিকারীর দায়িত্ব আপনি আলকারেজকে সফলভাবে দিয়ে দিলেন। প্যারিসের লাল মাটির মাঠেই শেষ হয়ে গেছিল আপনার পেশাদার সার্কিটে ফিরে আসার সমস্ত সম্ভাবনা।

বরাবরের বিনয়ী আপনি, আজকেও খেলার শেষে বললেন আমি যা স্বপ্ন দেখেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। কাকা টোনি নাদালের তত্ত্বাবধানে টেনিস খেলা শুরু করে তিন বছরের এক ছটফটে স্প্যানিয়ার্ড তার স্কিল আর শিশুসুলভ হাসিতে যে একদিন বিশ্বজয় করবেন, টেনিস দুনিয়াকে শাসন করবেন তা পন্ডিতেরা ভাবতেও পারেননি তখন ও যখন আপনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছিলেন। ডাবলস হলেও শুরুতেই ২০০৪ এ ভারতীয়রা দেখেছিল আপনাকে চ্যাম্পিয়নশীপের মুকুট পরতে চেন্নাই ওপেনে। ওই ২০০৪ এই আপনি অ্যান্ডি রডিককে ডেভিস কাপ ফাইনালে পরাজিত করে, টেনিস জগতে আপনার আগমন বার্তা ঘোষণা করেন। ২০০৫ সালের মিয়ামি ওপেনে ৫ সেটের লড়াইয়ে রজার ফেডারারের পরাজয়, বিশ্ব টেনিসের সর্বোচ্চ লড়াইয়ের ঘোষনা করে যা আগামী দশ বছরের বেশি সময় ধরে খেলার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লড়াই হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে। রোঁলা গারোর সাথে আপনার রোমান্সের শুরু ২০০৫ সালে। পায়ের চোট ও আপনাকে ঢুকাতে শুরু করবে এই সময় থেকেই, গ্র্যান্ড স্লাম থেকে নাম তুলে নিতে হবে আপনাকে। যখন রজার ফেডেরার মধ্যে গগনে, টেনিস বিশ্বের অবিসংবাদিত সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কে সেমিফাইনালে হারিয়ে আপনি প্যারিসের যে রাজত্বের শিকড় গেড়েছিলেন, তা ২০২২ সাল পর্যন্ত বারংবার চোট আঘাত ছাড়া অক্ষুন্ন থেকেছে। রয়্যাল ব্লাড কিংবা অন্য বিশেষ কারণের জন্য আমরা আজও মনে করি উইম্বলডন টেনিস বিশ্বের সবচেয়ে আভিজাত্যপূর্ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ টুর্নামেন্ট। সেই ব্রিটিশ আভিজাত্যে রাজত্ব ছিল রজার ফেডারারের একতরফা, আর মাটির কোর্টের রাজা আপনার কাছে ঘাসের কোর্টে জেতার চ্যালেঞ্জটা ছিল পেশাদার জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম। ২০০৮ সালের সেই লড়াই যা টেনিসের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যাচ গুলোর মধ্যে একটা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে আপনাকে বসিয়ে দেবে অমরত্বের গদীতে। আপনার টেনিসে আমরা রোমান্টিসিজমের জায়গায় দেখতে পাবো জেদ এবং দৃঢ়তা। আপনার এবং ফেডারারের লড়াই গুলি টেনিস বিশ্বে সর্বকালের সেরা লড়াইয়ের শিরোপা পেতে থাকবে পরবর্তীতে আপনাদের সাথে এসে পড়বেন নোভাক জোকোভিচ। কিন্তু এই সাম্রাজ্যে সংখ্যার ভিতর এসে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও কখনোই রোমান্টিসিজম এবং সমর্থকদের আবেগের শিরোপা তার মাথায় আসবে না। তা ভাগ্যলক্ষ্মী বরাদ্দ রেখেছে আপনাদের দুজনের জন্যই।

প্রফেশনাল টেনিসে চূড়ান্ত সফলতার সাথে সাথেও আপনি দেশের হয়ে ডেভিড কাপে সফল। অলিম্পিকের সোনা আপনি পেয়েছেন, দেশকে বিশ্বের মঞ্চে বারবার গৌরবান্বিত করেছেন। চোট আঘাত আপনার ক্যারিয়ারকে বারবার বাধা দিয়েছে এবং আপনি শেষ পর্যন্ত আর রিকভারি করতে পারেননি। আজকে আপনার প্রফেশনাল টেনিসের জার্নি শেষ হলেও কালের ইতিহাসে আপনার অ্যাচিভমেন্ট, আপনার টেম্পারমেন্ট, আপনার মানসিকতা এবং আপনার বিনয় আগামী দিনের টেনিস খেলা কে ভালোবেসে বড় হতে থাকা প্রত্যেক শিশুর কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। আর আমরা মনে রাখব “মার্লোকার” গ্রাম থেকে উঠে আসা স্প্যানিশ আর্মাডার সত্যিকারের সেনাপতি রাফায়েল নাদালের কোর্টের মধ্যে যুদ্ধ নাদ । ভালো থাকবেন আপনি, আপনার মতন বড় মনের মানুষের দরকার এই সংকীর্ণ পৃথিবীতে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের বাসিন্দাদের আদব কায়দা সত্যি বৈচিত্র্যময়

সজল মজুমদার

প্রতিটি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের অন্তগত বাসিন্দাদের চালচিত্র যেনো সেখানকার শিক্ষা ,সংস্কৃতির পরিচায়ক। প্রসঙ্গত,পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ২৩ টি জেলার রয়েছে। এই ২৩ টি জেলার একটি হলো দক্ষিণ দিনাজপুর। ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল ঐতিহ্যমন্ডিত এই জেলাটি গঠিত হয়। প্রান্তিক জেলা হলেও আমাদের এই জেলা শিক্ষা, লোকসংস্কৃতি, কৃষি, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে আত্মসমৃদ্ধ। জেলায় ৮ টি ব্লক রয়েছে। সেগুলো হলো যথাক্রমে বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, কুশমন্ডি, বংশীহারী, কুমারগঞ্জ, হিলি, হরিরামপুর। তথাপি জেলায় বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, ধর্মের মানুষের বসবাস। মাত্র ৮ টি ব্লক নিয়ে এই জেলা গঠিত হলেও জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূগোল, পরিবেশ, সবুজে ঘেরা অরণ্য, পশুপাখি, দিঘী, জলাশয় যেনো অদ্বিতীয় করে তুলেছে এই জেলাকে। তার সাথে সাথে জেলার বিভিন্ন ব্লকের মানুষদের কথা বলার আদব-কায়দাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন জেলার তপন ব্লকের গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত। স্কুল জীবনের বাইরেও ব্লকের বিভিন্ন মানুষের সাথে যেতে আসতে প্রায়ই হাসিমুখে দেখা হয়, কথা হয়। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি এই কর্মজীবনে কাজ করবার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আরও একটা বিষয় অনুভূত করতে পেরেছি যে, এখানকার মানুষদের কথা খানিকটা ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলার অভ্যাস রয়েছে। এই ধরুন কারো সাথে কুশল বিনিময়ের কথা বলতে গেলে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে তার খোঁজখবর নিতে গেলে সংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তি উল্টে সেই কুশল বিনিময়কারী ব্যক্তির সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। অতি ধূর্ততা, এবং চাতুরতার সহিত বিভিন্ন বাক্যালাপ চলতে থাকে। প্রশ্ন, পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া, কথা দিয়ে কথা নেওয়া,হওয়াতে নানান কথা ভাসিয়ে দেওয়া এই ধরনের বিষয়গুলি এখানে লক্ষণীয়। অবশ্য ব্লকের সকল মানুষই যে এমন সেটাও নয়। ব্যতিক্রমী মানুষের সংখ্যাটাই বেশি। কতিপয় নম্র, ভদ্র রুচিবান মানুষও রয়েছে। অবশ্যই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। অন্যদিকে আমি জন্মসূত্রে আবার বালুরঘাট ব্লকের বাসিন্দা। এই ব্লকের অতি প্রত্যন্ত একটি চালচুলো হীন গ্রামে একসময় বসতবাড়ি,জমিজমা ছিলো আমাদের।যদিও সামান্য কিছু জমিজমা এখনো অক্ষত রাখতে পেরেছি। গ্রামটি ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। গ্রামের সাথে নাড়ির টান এখনো। কিন্তু সত্যি বলতে, এখানকার মানুষদের মধ্যে এক অদ্ভুত সরলতা রয়েছে। খুব বেশি শিক্ষিত না হলেও ওদের সাথে কথা বললে একটা আলাদা আনন্দ- প্রশান্তি পাওয়া যায়। মন খুলে দুটো গল্প করা যায়। ওরা সম্মান মানুষকে করতে জানে। অবশ্যই এটা ওদের কেও শিখিয়ে পরিয়ে দেয়নি। অন্যদিকে অতি শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী গোছের মানুষেরা প্রখর বুদ্ধিমত্তা কে কাজে লাগিয়ে অন্যকে ছোট করে কিভাবে বড় হওয়া যায়, চেয়ার নেওয়া যায়, একে ওকে কথার বাক্য বানে বিদ্ধ করে তলে তলে মজা নেওয়া যায়, কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটা , অহেতুক তক্কা তক্কি করা, যুক্তিসঙ্গত বিষয়কে খুঁচিয়ে লম্বা করা এগুলো শহুরে সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে রয়েছে। সব মিলিয়েই তো ‘আড্ডা জমজমাট’ । অন্যদিকে আমার মামার বাড়ি আবার বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাসপুরে। সেটাও বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত। দাদুর বাড়ি বা মামার বাড়ির সাথে আলাদা আন্তরিকতা, স্নেহ ভালোবাসা, হৃদ্যতার সম্পর্ক রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। সেখানে আজও গেলেও কিছু মানুষ ভালোবেসে বলে, “ কত বড় হয়ে গেছিস রে, তোকে কোলে পিঠে করে সেই ছোট্টবেলায় কতো এদিকে ওদিকে ঘুরে নিয়ে বেরিয়েছি” “ তোর বাবা মা কেমন আছে!?শরীর ভালো তো!?” এসবই কথা যেনো নিজের মনকে সেই জায়গাটির প্রতি দুর্বলতা এবং আকর্ষণ চিরদিন ধরে রেখেছে। আবার ঘটনাচক্রে আমার শ্বশুর বাড়ি জেলার হরিরামপুর ব্লকের “পুন্ডরি” নামক প্রত্যন্ত এক গ্রামে। জায়গাটিতে প্রাচীন আমলের কিছু দেবদেবীর মূর্তি এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সব ধরনের ,সব জাতির,ধর্মের, গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। একে অপরের প্রতি সদ্ভাব, খোঁজখবর নেওয়া, অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা, সাহায্য করবার প্রবণতা এই বিষয়গুলো এখানে লক্ষণীয়। কাজের অবসরের ফাঁকে সপরিবারে যাওয়া হয়ে থাকে।বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে এগোতে থাকলে অনেকেই সম্মানসূচক মন্তব্য করে বলে ওঠে, “ জামাই কবে এসেছো!!?” পাশাপাশি আমার বেশ কিছু প্রিয় বন্ধুর বাড়ি গঙ্গারামপুরের নানান পাড়ায়।সেই কলেজে পড়বার সময় থেকে এখনো অবধি ওইসব বন্ধুদের বাড়ি যাতায়াত। এখনো গেলেই একটা আলাদা আবেগ কাজ করে। মূলত ব্যবসায়িক এলাকা হলেও গঙ্গারামপুরে অনেকদিন পর বন্ধুদের দেখলে প্রাণ খুলে হরেক রকম মজার গল্প বেরিয়ে আসতে চায়। তবে পারম্পারিক সহযোগিতার মনোভাব ইদানিং শহরে সংস্কৃতি থেকে দিনে দিনে কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ,সংস্কৃতিতে উন্নত হয়েও কোথাও যেনো একটা “ সামাজিক ঘুন” ধরছে না তো!! উদার হৃদয়ের মানুষের মুখ তো দেখা যাচ্ছে, “ মুখোশ” টা মনের আড়ালে সন্তর্পনে লুকিয়ে রাখা নাই তো!! মোদ্দা কথা, জেলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ অঞ্চল ভেদে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

অন্তরালে অমাবশ্যা

আহমদ রাজু

ধারাবাহিক গল্প

দুয়ারে দাঁড়িয়ে সেদিন যখন সে বলেছিল, ‘আমি আর কখনও ফিরে আসবো না এই মায়াহীন মরু সভ্যতায়। যদি আসি সে তোমার চোখের জলে- অন্তরের হাহাকারে।’ তখন বিনুর আর বুঝতে বাকি থাকে না কী ঘটতে চলেছে নতুন বসন্তে। সেদিনই সে নিজেকে সমর্পণ করেছিল সমুর কাছে।

সবেমাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হয়েছিল। একদিন পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করায় চাকরিটা হয়ে যায়। এনজিওর চাকরি, বেতন আহামরি বেশি না হলেও ব্যাচেলর জীবনে এর চেয়ে বেশি আর দরকারই বা কী? বাড়ি থেকে এমন কোন চাপ নেই যার জন্যে চাকরি করতেই হবে। তবুও যখন আপোষে পেয়েছে তখন আপাতত সেটাই করবে বলে অন্য কোথাও চাকরির ব্যাপারে চিন্তা করেনি সমু।

বিনুর নিয়োগ একই সাথে। সেও মাস্টার্স পাশ করে চাকরি পেয়েছে মাত্র কিছুদিন হলো। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা আহামরি ভাল না হলেও একদম যে চলে না তা নয়। বাবার এই চাকরিতে খুব একটা সম্মতি না থাকলেও মায়ের সম্মতি শতভাগ। বাবার ইচ্ছা- মেয়ে স্কুল মাস্টার হয়ে তাদের মুখ উজ্জ্বল করুক; সমাজে অবদান রাখুক।

একসাথে-একই পদে চাকরি করতে যেয়ে বিনু আর সমুর মধ্যে সম্পর্ক মহা পরিস্থিতিতে মোড় নেয়। তারা হৃদয় সাগরে মায়ার ভেলায় ভেসে বেড়ায় অহর্নিশ। যেখানে সময়ের অন্তরালে হারিয়ে যায় পুরোনো সময়- ভাংতে চেষ্টা করে হাজার বছরের নিয়মের বেড়াজাল। বাধ সাধে দু’জনের ধর্ম। ইচ্ছে করলেও তারা বাড়িতে জানাতে পারে না। এভাবে আর কত দিন? একটা দিন এক একটা বছর হয়ে ধরা দেয়। আর মাস? সে যেন যুগ ছুঁয়ে অন্য যুগে ধেয়ে যায়।

কচ্ছপের পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে দিন পেরোলেও সম্পর্কটা পৌষের কুয়াশাভরা ভোরের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায় সবার সামনে। বিনুকে বিয়ে করলে সমুকে ত্যাজ্য করবে; তার বাবা এমন হুমকিও দিয়েছে কয়েকবার। সমু অবশ্য তাতে মত বদলায়নি। বিনুর পরিবারের অবস্থা একই। একদিন হুট করে সমু হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে মণ্ডপে যেয়ে গোপনে হিন্দু রীতিতে বিনুকে বিয়ে করে। যা কারো পরিবারই মেনে নেয় না। শীতের সকাল। কুয়াশায় তখনও আচ্ছন্ন হয়ে আছে নদীর কূল- বাঁশের ঝাড় আর বিস্তৃর্ণ ফসলের মাঠ। নতুন বউ নিয়ে গ্রামে পা রাখে সমু। সে জানে, এখন- এই আধুনিকতায় ধর্ম কারো বিয়ে আটকিয়ে রাখতে পারে না।

পরিবার থেকে প্রথম প্রথম অবশ্য আপত্তি তুলবে- পরবর্তীতে সব ঠিক হয়ে যায় নিয়মের সাথে পাল্লা দিয়ে। শহর গ্রামে হর হামেশাই এমন নজির দেখতে পাওয়া যায়। তবে ধর্ম পরিবর্তনের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন হয়েছে তার কাছে। এটা অবশ্য নিজের যত না ইচ্ছে ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল বিনুকে ভালবাসার বহিপ্রকাশ। তা না হলে ধর্ম পরিবর্তনের মত কঠিন এক ভাবনা মাথার ভেতরে আনার আগে দ্বিতীয়বার ভাবতো। অবশ্য বিনুর পক্ষ থেকে কোন প্রকার চাপ ছিল না। সে মুখ দিয়ে একবারের জন্যেও বলেনি- ধর্ম পরিবর্তনের কথা। বরং বলেছিল, ধর্ম পরিবর্তন না করতে। প্রয়োজনে সন্তান সন্ততি যারাই পৃথিবীতে আসবে তারা ইচ্ছেমত ধর্ম বাছাই করে নিতে পারবে। সমু সে কথা কানেই তোলেনি। সেদিন দুপুরে কাউকে কিছু না বলে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যেয়ে এফিডেভিট করে তবেই বিনুর সামনে যেয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির সীমানায় পা রাখতেই দূর থেকে হাঁক ছাড়ে সমুর বাবা।

‘সাবধান! আর এক পাও বাড়াতে চেষ্টা করো না।’

সমু বাবার সাবধান বাণী উপেক্ষা করে তার দিকে এগিয়ে যেতেই বলল, ‘আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চাইলে কিন্তু সেটা তোর জন্যে কঠিন হয়ে যাবে।’

‘আমি কি কোন অপরাধ করেছি বাবা?’

‘কোন হিন্দু ছেলের বাবা আমি নই।’ রাগে তার শরীর যেন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

‘বাবা-ছেলের সম্পর্ক কি চাইলে ছিন্ন হয়?’

‘আমি তোকে ত্যাজ্য করলাম। যেখান থেকে এসেছিস সেখানে ফিরে যা। আজ থেকে এ বাড়ি তোর জন্যে হারাম। আশাকরি এখন ছিন্ন হয়েছে।’

সমু দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে চোখের জল ফেলে, যা নজরে এড়ায় না বিনুর। বলল, ‘বাবা, একবার অন্তত পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে দাও। আর কোনদিন তোমাকে জ্বালাতে আসবো না।’

বিরহী মনের এ আকুতি সমুর বাবার মন গলে না। বলল, ‘আজ থেকে আমি তোর বাবা নই- তুই আমার ছেলে নস। আমার সামনে থেকে এক্ষুনি দূর হ। না হলে আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো।’

উত্তেজিত বাবাকে শান্ত করতে সমু বিনুকে নিয়ে ফিরে যায়। সেই থেকে সমু আর ওবাড়ি মুখো হয়নি। এমনকি তার এলাকার দু’দশ গ্রামের মধ্যেও যায়নি। যায়নি লজ্জায়- যায়নি ঘৃণায়। না হলে ধর্ম পরিবর্তন করে বিয়ে করার পর এত বড় শাস্তি পেতে হয়! একই কারণে একসাথে দু’জনেরই চাকরি চলে যায়! বেকার হয়ে পড়ে তারা। একদিকে ঘর ভাড়া অন্য দিকে সংসারের খরচ! চারিদিক থেকে যেন আঁধারে ছেয়ে ফেলে। সমু আগে থেকে মটর গাড়ি চালাতে জানতো বলে কোন উপায় না পেয়ে পিকআপ (মালবাহী ছোট ট্রাক) চালাতে শুরু করে।

নতুন সংসার। খাট- ড্রেসিং টেবিল থেকে শুরু করে আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র আস্তে আস্তে কিনে নিজের মতো সাজিয়ে তুলছে বিনু। সে সমুকে নিয়ে বসবাস করতে চায় একান্ত রাজ্যে। যেখানে থাকবে না কোন বিরহ-বেদনা, প্রশ্ন-উত্তরের দাবদাহ। অথচ সমুর মতো সে ত্যাজ্য না হলেও বাবা-মায়ের মুখোমুখি সে যে আর কোনদিন হতে পারবে না এটা নিশ্চিত বলা যায়। তারা আর যাই হোক এ বিয়ে মেনে নেবে না কোনদিন। যতই সমু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করুর না কেন।

নতুন সংসারে ভালবাসা ভরপুর থাকলেও দু’জনের জীবনে বিরহ ফিরে ফিরে আসে অচেনা অতিথি হয়ে। কখনও কোন এক পথের ধারে যখনই এলাকার কারো সাথে দেখা হয় তখনি জানতে চায় বাবা-মায়ের কথা, পরিবারের অন্য মানুষগুলোর কথা, জানালার পাশে ইয়া বড় তেঁতুল গাছটার কথা; আরো কত কী। তখন ইচ্ছে করলেও নিজেকে সামলে রাখতে পারে না তারা। কিছু সময়ের জন্যে হারিয়ে যায় বিরহপুরে। কখনও আবার মহল্লার রাস্তায়, টিপকলের পাশে, চায়ের দোকানে ধর্ম পরিবর্তনের জন্যে কটু কথা শুনতে হয় অবিরাম।

বারোবাজার থেকে কাঁচা সবজি বোঝাই করে ভয় ও শঙ্কা নিয়ে যখন কাওরান বাজারে পৌঁছায় তখন ভোর চারটা। পরেরদিন খালি গাড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেয় রাত আটটার পর। অন্যদিন হলে ফিরতি মাল বোঝাই করে পিকআপ ছাড়তো। আজ তার মনের ওপর দিয়ে ঝড় বইছে। আসার সময় রাস্তায় যে ঘটনা ঘটেছে তাতে এমনিতে ভয়ে ভয়ে আছে। কারণে জোরে চালালে পিছলানোর ভয় সে এড়াতে পারে না। ঘুরপথে ফেরার চিন্তা মাথায় একবার আসলেও পরক্ষণে সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা করে একই পথ দিয়ে ফেরার চিন্তা করে। না হলে আজ আর বাড়ি পৌছানো সম্ভব হবে না তার দ্বারা। তাছাড়া রাস্তায় টহল পুলিশও সন্দেহ করতে পারে।

বিনু সমুর পথ চেয়ে থাকে প্রতিক্ষণ। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। খুব বেশি সময় পায় না বলে রাতে খাবার সময় জমানো কথা সেরে ফেলে তারা। কেউ কোন কথা মনের মধ্যে অবশিষ্ট রাখে না। আজ তার ব্যতিক্রম ঘটবে এমনটি ভাবে না সমু। সে জানে, রাত যদি ভোর হয়ে যায় তবুও বিনু তার অপেক্ষায় ঘড়ির কাটায় চোখ আটকে রাখবে।

চলতি পথে বিভিন্ন চিন্তা মাথার বন্দরে নোঙ্গর ফেলে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার যতই চেষ্টা করে ততই চোরাবালির মতো ডুবে যেতে থাকে গহীন অন্ধকারে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন ব্যক্তি পিকআপ থামাতে ইশারা করতেই ভয়ে শরীর হিম হয়ে আসে সমুর। এখানেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল গতকাল! তাহলে এরা কি তাকে ধরার জন্যে অপেক্ষা করছে? নাকি জানেই না কিছু? মনের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে শুধুমাত্র কপালের ওপর ভরসা করে গাড়ি থামায়।

উত্তর পাশে ভ্যানগাড়ির ওপর সাদা কাপড়ে মোড়ানো লাশের মতো একটা বস্তু দেখে বুক কেঁপে ওঠে। তাহলে এই কি সেই হতভাগ্য মহিলাটি? মনের ভেতরে ঝড়ের এক আভাস অনুভব করে সমু। ঘুনাক্ষরে বুঝতে পারে না কী ঘটতে চলেছে সামনের সময়গুলোয় তার জীবনে।

গাড়িতে বসা অবস্থায় জানালার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করতে যাবে এমন সময় একজন নিচে থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, ‘ড্রাইভার সাহেব, আমাদের এটুকু উপকার আপনার করতেই হবে। না করলে কিন্তু শুনবো না।’

সমু হাফ ছেড়ে বাঁচে। তাহলে কেউ তাকে চিনতে পারেনি! সে বিস্ময়ভরা চোখে প্রশ্ন করে, ‘আপনারা কোথায় যাবেন? আর ঐ ভ্যানের ওপরই বা কী?’

লোকটি এবার স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমাদের কিছু কথা আপনার শুনতেই হবে।’

নিজেকে যতই স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে ততই অস্বাভাবিকতা ভর করে সমুর মনে। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, ‘আশ্চার্য! আমি গাড়ির ড্রাইভার; কোথায় যাবেন বলেন, নিয়ে যাচ্ছি। কিছু কথা আমার শোনার কী দরকার?’

‘এ পিঠ কথা; না শুনলে যে হবে না।’

নিস্তব্ধতা ভরা সময়। দূর থেকে একটা রাতজাগা পাখির ডাক কানে ভেসে আসে অহর্নিশ। সমুর ভয়ে গলা শুকিয়ে আসলেও নিজেকে সংযত করে বলল, ‘আপনাদের পিঠ কথা আপনারা রাখেন; আমি গেলাম।’ সে স্টীয়ারিং-এ হাত দিতেই দু’জন পিকআপের সামনে এসে ব্যারিকেট দেয়। একজন ভ্যান টেনে এনে গাড়ির সামনে রাখে।

মহা মুশকিল। কী এক বিপদে ফেঁসে গেল! জায়গাটাও নির্জন। বেশ কিছুক্ষণ হলো কোন গাড়ি যাওয়া আসা করেনি। অথচ এই রাস্তা দিয়ে শত শত গাড়ি পার হয় চোখের পলকে। এমনিতে অন্ধকার রাত। একটু দূরের কিছু ঠিকমত বোঝা যায় না। রাস্তার দুই ধারে সোডিয়াম বাতি আছে সত্যি তবে তার আলো দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। ঢাকা শহরের বাতাসে ওড়ে ধূলার আস্তরণ। তাতে মাখামাখি হয়ে আছে বাতিগুলোর সিংহভাগ। জায়গায় জায়গায় কোনটা আবার জ্বলেও না। ভাবনায় ডুবে থাকা সমুর ঘোর কাটে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটার কথায়।

‘আব্বা, যদি আজ আপনার কোন আপনজন এভাবে লাশ হয়ে পড়ে থাকতো আপনি কী পারতেন তাকে ফেলে যেতে?’

সমু যা ভেবেছিল তাই সত্যি হলো। প্রথমে একপলক দেখেই বুঝেছিল কাপড়ে মোড়া বস্তুটা লাশ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সে আমতা আমতা করতে থাকে। ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বলল, ‘আপনি পারতেন না। দয়া করে আমাদের এই উপকারটুকু করুন। আপনাকে ন্যায্য ভাড়া দেবো; ঠকাবো না।’

চলবে....

হারিয়ে গেছে

জাহাঙ্গীর আলম

একজন বৃদ্ধ গলায় হঠাৎ বলে উঠলেন , হারিয়ে গেছে।

মৃণাল কথাটা শুনে যেন কেমন হতচকিয়ে গেল। ছোট বেলা থেকেই মৃণাল একটু ভাবুক প্রকৃতির। চাঁদ কেন ওঠে? সূর্য কেন ঘোরে? এসব প্রশ্ন করে বাড়ির লোকদের তো বটেই পাড়া প্রতিবেশীকেও ঝালাপালা করে তুলতো। এ স্বভাব থেকে সে আর মুক্ত হতে পারে নি বরং যত বড়ো হয়েছে যে কোন কথার আরও গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেছে।

মনে মনে ভাবছে কি এমন যে হারিয়ে গেল?

কেউ কিছু বলছে না, সবাই যেন কেমন মুখে কুলুপ এঁটে আছে। উৎসুক মন কি আর চুপ থাকতে পারে!

কনডাক্টর ভাড়া নিতে এলে মৃণাল জিজ্ঞেস করল ভাই কি হয়েছে? উনিও কিছু বলছে না।

সে বারাসত থেকে গড়িয়া যাবে বলে বাসে উঠেছে ।বাসে লোকের ঠাসাঠাসি যেন আলুর বস্তার মতো পাটে পাটে সাজানো হয়েছে। একটু ঘাড় ঘোরানোর জো নেই । সে আজ আর সিট পায়নি। তাড়া আছে বলে অগত্যা দাঁড়িয়ে রইলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা পার করে দিল। তখনও ভীড় কমেনি। একটু কষ্টও হচ্ছিল বটে! কিন্তু কে আর বসতে বলবে! বলেই যেন বৃদ্ধের কথাগুলো মনের মধ্যে পাক খেয়ে গেল.. .

কনডাক্টরের দোষ দিয়ে আর লাভ নেই। এখন সময় যা চলছে তাতে ঘণ্টায় কে কত আয় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে। সে বেচারাই বা বাহিরে থাকবে কেন! মাথা নিচু করে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সে দেখে একজন লোক চিৎকার করতে করতে বাস থেকে নেমে যাচ্ছে।

শেষ স্টপেজে পৌঁছতে আর বেশি বাকি নেই। বাস প্রায় খালি। শুধু সিটে কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

মৃণাল দেখল কনডাক্টর বেশ হাসিখুশি মনে আছে । আজ যা ভীড় হয়েছে তাতে এমনটাই তো স্বাভাবিক। কি আছে আর কীই বা হারিয়ে গেছে অত শত বোঝার সময় তার নেই। খেপের টাকা গুনতে গুনতে সে ড্রাইভার কে বলছে, লোকটাকে কতবার ইশারা করে বললাম। উনি কিছুই বুঝতে পারল না।

মৃদুল দা বলল, দেখিস যেন বিপদ না আসে।

দিনকাল যা পড়েছে!

কথা শেষ হতে না হতে পাশে বসা একজন যাত্রী বলে উঠলেন, আমিও দেখেছি। কিন্তু ভয়ে কি করে বলি!

মৃণাল বুঝল নিশ্চিত চিৎকার করা ব্যাক্তির পকেট মারই হয়েছে। কিন্তু ঐ যে শুনল, কী যেন হারিয়ে গেছে!

ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেল গন্তব্য স্থলে। বাসের চাকা গেল থেমে কিন্তু মৃণালের মনের মধ্যে বৃদ্ধের কথাগুলো যে তীক্ষ্ণ বাণের মতো ছুটে এলো তাকে থামায়□কে?

অবহেলার পাতাগুলো

জাসমিনা খাতুন

সব কিছু মাপ মতো, ঠিকঠাক সাজানো বাক্সে–
তবুও শ্বাসনালী ভরে ওঠে একরাশ কষ্টে।
জীবনের পাঠগুলো ধুলো-মাখা পাতার মতো,
পুরনো বইয়ের সঙ্গেই লুকিয়ে আছে কত।
বইয়ের মলাটে বৃষ্টির দাগের কাহিনী,
পোকায় কাটা শব্দের আর নেই কোনো বাণী।

আধুনিক বাঁধাই হয়নি তাদের জন্য তবে,
স্যাঁতসেঁতে কোণে পড়ে, সময় যেথায় রবে।
মলাট খসে পড়ে, চায়ের কাপে বিস্কুটের গুঁড়ো,
পাতার বুকে স্মৃতি যেন খড়কুটোর রূঢ়ো।
সানন্দে বর্ণ মুছে যায়, অর্থ নেই কালিতে,
যত্ন সিন্দুকে শুধুই মাপা মূল্য নিদিতে।

এ আঘাত নয়, ঘৃণা নয়, বিষাদ শুধু মনে,
অবহেলার ঘ্রাণ তবু ঘোরে অন্তরপ্রাণে।
জীবনের বইগুলো কি ফুরিয়ে যাবে তবে?
নাকি ধুলো ঝেড়ে উঠে নতুন পঙক্তি রবে?
অপেক্ষায় পাতাগুলো, অন্তত একটিবার–
কারো স্পর্শে জীবন ফিরে পাক অক্ষরে অবার।

ভালোবাসার স্রোত

লুৎফুর রহমান

আমি সাজানো প্রাসাদে থাকবো না
প্রাসাদ নিন্দা আর ঘৃণার জন্ম দেয়
আমি ঘরকে অট্টালিকায় রূপ দেবো না
এখানে শুধু যন্ত্রণার যন্ত্রাংশ তৈরি হয়।
আমি ছোট্ট কুঁড়েঘর তৈরি করবো
যেখানে বহিবে শান্তি আর সুখের বাতাস
আমি খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াবো
যেখানে মানুষ সরল মনে কাছে টানবে
আমি মানুষের মনের মন্দিরে থাকতে চাই
যেখানে পবিত্র মমতার বন্ধন সৃষ্টি হয়।
আমি নিজেকে নিঃস্বার্থ মানুষ বানাবো
যেখানে আমাকে স্বার্থ গ্রাস করবে না
আমি নিজেকে সবার মাঝে বিলিয়ে দেবো
যেখানে ভালোবাসার স্রোত বয়ে যাবে।

ছড়া-ছড়ি

বাবার কাছে শিশু

মিরাজুল সেখ

বাবার কাছে ছোট্ট শিশু
মিষ্টি যে এক হাসি,
মনের সুরের আবেগ মাখা
এক টুকরো বাঁশি।

বাবার কাছে ছোট্ট শিশু
ফুলের এক তোড়া ,
জগৎ জুড়ে জগৎ মাঝে
সবার চেয়ে সেরা ।

বাবার কাছে ছোট্ট শিশু
গাছের ফোটা ফুল ,
মনের ঘরের মন বাগিচার
এক টুকরো কুল ।

বাবার কাছে ছোট্ট শিশু
প্রদীপের এক আলো ,
অনন্তকাল থাকুক বেঁচে
থাকুক যেন ভালো।

হেমন্তের গান

কনক কুমার প্রামানিক

হাঁটবো আমি দূর্বাদলে
ভোর সকালবেলা,
শুভ্র মেঘে আকাশ জুড়ে
সাদা বকের খেলা।

পৌনকৌড়ি পাখির বেশেই
আসবো আমি ফিরে,
হেমন্তে রুপের বাহার
প্রকৃতি ঘিরে।

আমন ধানের সোনার রঙে
চাষীর মন হাসে,
উষ্ণতার পরশ নিয়ে
সূর্যিমামা আসে।

ভুলে গেলে

মোঃ আনিসুর রহমান

বহু রঙিন স্বপ্ন বুকে নিয়ে
অতি কষ্টে রং বেরঙের
ছোট্ট ছোট্ট এক একটা স্বপ্ন কে
কাজে লাগিয়ে যেদিন-
গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল
সেদিন কি যে আনন্দ!
ভেবেছিলাম আকাশটা
হাতের মুঠোয়।
তারপর একটু একটু করে -
বেশ ভয়ে ভয়ে তুমি
উপরে উঠতে শুরু করেছিলে
চোখে মুখে সে কি দীপ্তি!
অহংকার তোমায় বশ করলো -
তুমি ভাবলে ডানা গজিয়েছে
আর কে পায় তোমাকে ?
সবকিছুর নাগপাশ ছিন্ন করার-
সে কি মরীয়া প্রচেষ্টা
ভেবে নিলে নিজেকে বাজপাখি
বেমালুম ভুলে গেলে স্রষ্টা কে ?
কিন্তু জোরসে টান মেরে
উপরে উঠানো নীচে
নামিয়ে আনার
মাঞ্জা দেওয়া শক্ত রেশমী সুতো
আর নাটাই টা যার হাতে
আসল খেলা টা যে তারই
নিয়ন্ত্রণে।

ভূত

হাফিজুর রহমান

ভালো লাগে রাত
দিন নয় জুতের,
লেজ দিয়ে হাঁটার
পা নেই ভূতের।
মস্ত বড়ো চোখের
করে না মাথা নত,
নাকটা বেশ বোঁচা
হুদুম পেঁচার মত।
বড়ো-বড়ো দাঁতের
জিহবা নেই মুখে,
দিনটা কাটায় ভয়ে
রাতটা যায় সুখে।

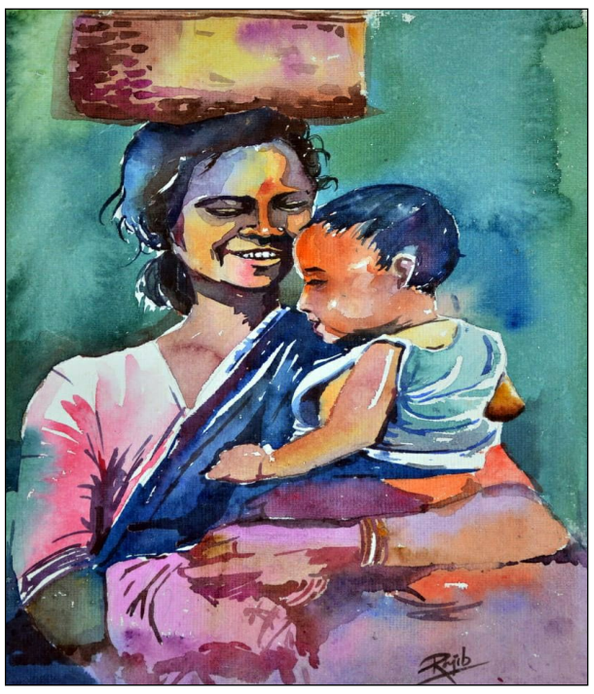

মায়ের কথা পড়লো মনে

আব্দুল করিম

মাগো
তোমার কথা আমার মনে পড়ে
সেদিন ছিল ভরা মেঘের আকাশ
ঝড় উঠেছে উড়ছে ধুলাবালি
অন্ধকারে ভয় পেয়েছে
গোলাপ বাগের মালি
দৌড়ে এসে দাড়াই দরজা ধরে
তখন আমি ঘুমিয়ে আছি ঘরে
ছুটছি আমি ছোট্ট পথটি ধরে
সামনে পড়ে একটি কুকুর ছানা
বৃষ্টি ভিজে থরথরিয়ে চলে
আমি তখন ফিরেই তোমার কোলে
ঘুম ভেঙে যায় গভীর রাতের বেলা
স্বপ্ন তখনও করছে মনে খেলা
বিছানাময় তোমায় শুধু খুঁজি
হয়তো পাশেই তুমি আছো বুঝি
তারই মাঝে হঠাৎ করে পড়লো আমার মনে
মাগো তুমি তো নেই চলেই গেছো আমায় ছেড়ে
বুকখানা সেই ধড়ফড়িয়ে কাপে
চাইযে যেতে তোমার কাছে চলে
মাগো
কেনই বা কে তোমায় নিল কেড়ে
সারাটা রাত ঘুম আসে না আর
হারিয়েছি সেই কতই আগে তোমায়
পায়নি গো মা আর
মায়ের স্নেহের ভার
মাগো
তুমি আবার ফিরবে কবে
মাগো আমায় কোলে তুলে দিবে চুমা
সেদিন আমি খুশি হয়ে উঠবো বলে
জড়িয়ে ধরে বলবো
মা --মা --মা ।

ইউনাইটেডের ভাগ্য বদলানোর সঠিক ব্যক্তি আমি: আমোরিম

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন প্রধান কোচ রুবেন আমোরিম ক্লাবের ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। সেই সঙ্গে ক্লাবের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবেন বলেও দৃঢ় বিশ্বাস নতুন দায়িত্ব নেওয়া এই কোচের। এ জন্য নিজেকেই 'সঠিক ব্যক্তি' মনে করেন তিনি। তবে বলেছেন, এ জন্য সময় লাগবে তার।
গেল অক্টোবরে বাজে পারফরম্যান্সের জেরে বরখাস্ত হন এরিক টেন হাগ। আড়াই বছরের চুক্তিতে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় ৩৯ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ কোচকে। স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে পর্তুগালের লিগে দারুণ সাফল্য পাওয়া এই কোচ নিজেকে দেখেন একজন 'স্বপ্নবাজ' হিসেবে।
গতকাল তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনে দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, ইউনাইটেডকে আবারও শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন তিনি। 'আমি কিছুটা স্বপ্নদর্শী। আমার নিজের ও ক্লাবের ওপর বিশ্বাস আছে। আমি মনে করি, আমাদের একই ভাবনা, একই মানসিকতা, যা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে পারে।'
তিনি আরো যোগ করেন, 'আমি সত্যিই খেলোয়াড়দের বিশ্বাস করি, আমি জানি আপনি অনেক কিছু বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমি করি। আমি নতুন কিছু চেষ্টা করতে চাই। আপনারা মনে করেন এটা সম্ভব না, কিন্তু আমি করি...আমি বিশ্বাস করি যে আমি সঠিক সময়ে সঠিক লোক। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি আমিই সঠিক লোক।'
তবে তার জন্য সময় চান স্পোর্টিং লিসবনে চার বছর কাটানো আমোরিম। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন লিগ শিরোপার চ্যালেঞ্জ জানাতে দলে পরিবর্তন আনবেন।
'আমি জানি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আমাদের অনেক ম্যাচ জিততে হবে। তার জন্য আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন, কারণ এটি একটি কঠিন লিগ, শিরোপা জিততে আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে।'
'আমাদের দলে পরিবর্তন আনতে হবে। আমি জানি না তার জন্য কত সময় লাগবে।' যোগ করেন তিনি।
বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে ইউনাইটেড ১১ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১৩ নম্বরে। ১৭ নম্বরে থাকা ইপ্সউইচের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ইউনাইটেড ডাগ আউটে আমোরিম অধ্যায়।

মহামেডানের প্রাক্তন ফুটবলারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: মহামেডানের প্রাক্তন ফুটবলার দেবাশিস প্রধানের(২৭) রহস্যজনক মৃত্যু। বুধবার গভীর রাতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে তিনি সম্ভবত আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ সূত্রে এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। একসময় বাংলার ফুটবল সিনের পরিচিত মুখ ছিলেন দেবাশিস প্রধান। বাঙালির ফুটবল প্রেমের ভিত তিন ক্লাব। তার মধ্যে অন্যতম। সেখানে ২০১৭-১৮ মরসুমে মাঠ দাপিয়েছেন দেবাশিস। এছাড়াও আরও বেশ কিছু ক্লাবের হয়ে নিয়মিত খেলতেন। তবে সাম্প্রতিক অতীতে তিনি খেলার সঙ্গে সেভাবে জড়িত ছিলেন না। হাওড়া পুলিশে সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ করতেন। দেবাশিসের বাড়ি থেকে কোনও সুইসাইড নোট জাতীয় কিছু মেলেনি বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তবে তাঁদের প্রাথমিক অনুমান, সম্ভবত মানসিক অবসাদ থেকেই আত্মহত্যা করেছেন ক্রীড়াবিদ।

বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

আপনজন ডেস্ক: ক্রীড়া চর্চার প্রসার ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করল ডেবরা বিধানসভার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। শনিবার ডেবরা হরিমতি হাইস্কুল ময়দানে এই ফুটবল টুর্নামেন্টে শুরু হয়। এই টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ১৫ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতি শনিবার এবং রবিবার বিকেলে এই খেলা দেখতে পাবেন ক্রীড়া প্রেমী দর্শকরা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ১৬ টি ফুটবল দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে বলে জানান বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শনিবার ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে অংশ নেয় নয়াগ্রাম তারস একাদশ এবং কেশপুর বেঙ্গল টাইগার। এদিন নয়াগ্রাম তারশ একাদশ, কেশপুর বেঙ্গল টাইগারকে ২-১ গোলে পরাজিত করেন। ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের নিয়ে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা বহন করে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিনের ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রতিনিধি বিবেকানন্দ মুখার্জি। ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ শীতেশ ধাড়া, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অশ্বিনী সরদার, কর্মাধ্যক্ষ সাবির আলী, জগন্নাথ মূলা সহ বিশিষ্ট জনেরা। ড. হুমায়ুন কবীর বলেন, মূলত ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং জেলায় ক্রীড়াচর্চার প্রসার ঘটাতে এই উদ্যোগ। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রচুর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আমরা পেয়েছি। বর্তমান যুবসমাজ মোবাইল থেকে সরে এসে যাতে মাঠমুখী হয় সেই উদ্দেশ্যে এই আয়োজন। ফুটবল টুর্নামেন্ট কে কেন্দ্র করে ডেবরাবাসীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

জয়সোয়াল-রাহুলের দুর্দান্ত জুটি, অস্ট্রেলিয়াকে চোখ রাঙাচ্ছে ভারত

আপনজন ডেস্ক: পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষের স্কোর দেখলে চমকে ওঠার কথা। আগের দিন যা ছিল ব্যাটসম্যানদের বধ্যভূমি, আজ সেটিই হয়ে উঠল বোলারদের জন্য মহাসড়ক! প্রথম দিনে ১৭ উইকেটের পতন দেখা পার্থ টেস্ট দ্বিতীয় দিনে দেখল মাত্র ৩ উইকেট। এই তিন উইকেট নিয়েছেন ভারতের বোলাররা। যশস্বী জয়সোয়াল ও লোকেশ রাহুলের উদ্বোধনী জুটিই কাটিয়ে দিয়েছে পুরো দুই সেশন। দ্বিতীয় ইনিংসে দুজনের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ১৭২ রান তুলে ভারত এখন পার্থ টেস্টে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানের লিড নেওয়া সফরকারীরা দ্বিতীয় দিন শেষে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এগিয়ে ২১৮ রানে। হাতে আছে পুরো ১০ উইকেট, ম্যাচ বাকি তিন দিন।
ম্যাচে ভারতকে সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা জয়সোয়ালের। ২২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ওপেনার দিন শেষ করেছেন ৯০ রানে অপরাজিত থেকে। দুপুরে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হওয়ার পর ব্যাট থেকে প্রথম দুটি বাউন্ডারি আসে তাঁর ব্যাট থেকেই। এর পর ধীরে ধীরে রানের জন্য ব্যাট চালাতে শুরু করেন রাহুলও। প্রথমে দুজনের জুটিতে দলীয় রান পঞ্চাশ পার করাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। আগের দিন এই রানে পৌঁছাতে ভারত হারিয়েছিল ৪ উইকেট, অস্ট্রেলিয়া ৬। শুরুর ওই চাপ সামলাতে গিয়েই জয়সোয়াল-রাহুল দলের রান প্রথম ৫০-এ নিতে নিতে খেলে ফেলেন ১৫ ওভার। এরপর অবশ্য বেলা যত গড়িয়েছে, রানও এসেছে সহজে। দুজনে দলের রান ৫০ থেকে ১০০, এরপর ১০০ থেকে ১৫০ রানে নিয়ে গেছেন বড় কোনো অস্বস্তি ছাড়াই। নিজেরাও পেরিয়েছে ব্যক্তিগত ফিফটির মাইলফলক। দিনের শেষ সেশনে অবশ্য জয়সোয়াল-রাহুলকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল উইকেট। স্টার্ক, কামিন্সদের কয়েকটি ডেলিভারি নিচু হয়েছে, অসম বাউন্সেরও দেখা মিলেছে। এর মধ্যেই অবশ্য উইকেটে টিকে থেকে দারুণ কিছু মাইলফলক অর্জন করেছেন দুই ভারতীয়। দুজনের অবিচ্ছিন্ন ১৭২ রান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অতিথি দলের ওপেনিংয়ে ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। সর্বশেষ ২০১০ সালে মেলবোর্ন টেস্টে ১৫৯ রানের জুটি গড়েছিলেন ইংল্যান্ডের অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস ও অ্যালিস্টার কুক। আর অ্যাশেজের বাইরে অন্য কোনো দেশের অস্ট্রেলিয়ায় ওপেনিং জুটিতে সর্বোচ্চ ১৯৮৬ সালে সিডনিতে সুনীল গাভাস্কার ও ক্রিস শ্রীকান্তের ১৯১। নিজেদের দুই পূর্বসূরিকে হয়তো আগামীকালই ছাড়িয়ে যাবেন জয়সোয়াল-রাহুল। ভারতের দুই ওপেনার ভেঙে দিতে পারেন আরেকটি পুরোনো রেকর্ডও। ২০১০ সালের অ্যাশেজে ব্রিজবেনে ৬৬.২ ওভার ব্যাট করেছিলেন স্ট্রাউস-কুক। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে নেমে আর কোনো বিদেশি দলের ওপেনিং জুটি ৫০ ওভার পার করতে পারেনি। জয়সোয়াল-রাহুলরা কাল সকালে তা ছাড়িয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। অবশ্য সবচেয়ে বড় অপেক্ষা অস্ট্রেলিয়াকে রান-চাপা দেওয়ার। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত মাইলফলকে নজর তো থাকবেই। ক্যারিয়ারের ১৫তম টেস্ট খেলতে নামা জয়সোয়াল এখন চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ১০ রান দূরে। আর রাহুলও চাইবেন ২০১৫ সালের পর অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম সেঞ্চুরি পেতে, যিনি দ্বিতীয় দিন শেষে অপরাজিত ৬২ রানে।
রাহুল-জয়সোয়াল দুই সেশন কাটিয়ে দেওয়ার আগে দিনের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে শেষ ৩ উইকেট নিয়ে ২৪.২ ওভারে ৩৭ রান যোগ করে। ৭ উইকেটে ৬৭ রান নিয়ে নামা দলটি এক শ পেরোয় মূলত মিচেল স্টার্কের ব্যাটে। নয়ে নামা এই বাঁহাতি ১১২ বল খেলে করেন ২৬ রান, যা বল ও রান দুই দিক থেকেই অস্ট্রেলিয়া ইনিংসের সর্বোচ্চ। ভারতের হয়ে ৩০ রানে ৫ উইকেট নেন যশপ্রীত বুমরা। এ নিয়ে কপিল দেবের পর দ্বিতীয় বোলার হিসেবে এশিয়ার বাইরে ৯ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন পার্থে অধিনায়ক হিসেবে খেলতে নামা এই পেসার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ১৫০ ও ১৭২/২ (জয়সোয়াল ৯০*, রাহুল ৬২; হ্যাজলউড ০/৯)। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস: ৫১.২ ওভারে ১০৪ (স্টার্ক ২৬, ক্যারি ২১, হেড ১১, ম্যাকসুয়েনি ১০; বুমরা ৫/৩০, হর্ষিত ৩/৪৮, সিরাজ ২/২০)।

খরুচে সামি, শাহবাজ আহমেদের বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে বাংলার জয়

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের মেগা অকশন কাল থেকে। দু-দিনের অকশন। এ দিন নজর ছিল সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলিতে। অনেক ক্রিকেটারই আইপিএলের অকশনে থাকছেন। ফলে আগের দিন মুস্তাক আলিতে নজর কাড়ায় লক্ষ্য ছিল। মার্কি প্লেয়ারদের তালিকায় রয়েছেন মহম্মদ সামি। দীর্ঘ এক বছর পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরেছেন। রঞ্জি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনেই সাত উইকেট নিয়েছেন সামি। তেমনই ব্যাট হাতেও নজর কেড়েছেন। মুস্তাক আলির শুরুটা ভালো হল না। বিশেষ করে পাওয়ার প্লে-তে। তবে বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে বাংলাকে জেতালেন অকশনে থাকা আর এক ক্রিকেটার শাহবাজ আহমেদ। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন বাংলা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি। যদিও পঞ্জাবের অভিষেক শর্মা-প্রভসিমরন সিংয়ের বিধ্বংসী জুটি বাংলাকে চাপে ফেলে। অভিষেককে দ্বিতীয় ওভারে ফেরান কনিষ্ক শেঠ। প্রভসিমরন ১৯ বলে ৩৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। সামি এক উইকেট নিলেও ৪ ওভারে ৪৬ রান দিয়েছেন। শাহবাজ আহমেদ ৩ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন। ১৭৯ রানেই অলআউট পঞ্জাব। রান তাড়ায় প্রবল চাপে পড়ে বাংলা। মাত্র ১০ রানের মধ্যেই চার উইকেট। এখান থেকে বাংলার জয়ের আশা কার্যত জলে। কিন্তু ক্যাপ্টেন সুদীপ ঘরামি ও শাহবাজ জুটিতে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। সেঞ্চুরি জুটির পর স্টাম্প আউট সুদীপ (৪৩)। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ১৩ বলে ১৮ রান করেন। বাংলার জয়ের নায়ক শাহবাজ আহমেদ। ৪৯ বলে সেঞ্চুরি। শাহবাজ আহমেদের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে ১ ওভার বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে জয় বাংলার।

খো খো চ্যাম্পিয়ন শ্রী চৈতন্য মহাবিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পরিচালনায় ও হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ মহাবিদ্যালয় পুরুষদের খো খো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়। হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের মাঠে শনিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ১৪ -৮ পয়েন্টে হারায় বনগাঁর দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়কে। এদিন বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় টিম ৩রা ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খো খো খেলায় উড়িষ্যার ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করবেন

বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের ডিরেক্টর অধ্যাপক অনির্বাণ সরকার। এর আগে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে খেলার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। খেলা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন স্পোর্টস বোর্ডের ডিরেক্টর অধ্যাপক অনির্বাণ সরকার। আয়োজক কলেজের পতাকা উত্তোলন করেন হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তথা স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য শেখ কামাল উদ্দীন। অধ্যক্ষ জানান, 'বিভিন্ন খেলার বিজয়ীদের আগামী ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে।'
এদিন অবজার্ভার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তথা স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য সুব্রত চ্যাটার্জী। খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে আরও উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুদীপ কুমার মণ্ডল প্রমুখ

প্রীতি জিনতার হাতে ১৫৬ কোটি টাকা, দল সাজাতে চাইলেন পরামর্শ

আপনজন ডেস্ক: ২০০৮ সালে আইপিএলের পথচলা শুরু। তখন থেকেই টুর্নামেন্টে খেলে যাচ্ছে পাঞ্জাব কিংস। কিন্তু এখন পর্যন্ত ট্রফি ছুঁয়ে দেখা হয়নি পাঞ্জাবের। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আগের ১৭ মৌসুমের মধ্যে ১৫টিতেই প্লে-অফ পর্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ দশ আসরে একবারও লিগ পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি।
তবে শিরোপা জয়ের আশায় পাঞ্জাব যে এবার আটঘাট বেঁধে নামতে যাচ্ছে, তা বোঝা গেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পরিকল্পনা দেখে। সর্বশেষ স্কোয়াডের মাত্র দুজনকে ধরে রেখে বাকিদের ছেড়ে দিয়েছে পাঞ্জাব। ফলে আগামীকাল সৌদি আরবের জেদ্দায় শুরু হতে চলা মেগা নিলামে সবচেয়ে বেশি ১১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা (১৫৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা) নিয়ে নামতে যাচ্ছে মালিকপক্ষ।
পাঞ্জাব কিংসের অন্যতম মালিক বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতা, তা সবার জানা। মালিকানায় আরও আছেন প্রীতির সাবেক প্রেমিক নেস ওয়াদিয়া এবং দুই ব্যবসায়ী মোহিত বর্মণ ও করণ পাল। খেলোয়াড় হাঁকডাকের আয়োজনে ঝড় তুলতে প্রীতি এরই মধ্যে জেদ্দায় পৌঁছে গেছেন। শুধু তা-ই নয়, দলকে ঢেলে সাজাতে ভক্তদের পরামর্শও চেয়েছেন ৪৯ বছর বয়সী অভিনেত্রী।
সৌদি আরবের বন্দরনগরী জেদ্দায় পৌঁছে প্রীতি যে হোটেলকক্ষে উঠেছেন, সেখানকার বারান্দা থেকে ধারণ করা লোহিত সাগর ও আশপাশের স্থাপনাগুলোর একটি ভিডিও আজ ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ডিভাইস ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার থেকে বিরত থাকার সময় শেষ! আইপিএল নিলামে অংশ নিতে সৌদি আরবের জেদ্দায় পৌঁছে গেছি। দারুণ কিছু ঘোষণা পেতে এখানে চোখ রাখুন। এর আগ পর্যন্ত আমাদের নতুন দল সাজানোর জন্য সব ধরনের সুপারিশকে স্বাগত জানাই। দেখিয়ে দিন, আপনারা প্রস্তুত।'
মেগা নিলামের আগে পাঞ্জাব কিংস যে দুজনকে ধরে রেখেছে, তাঁরা হলেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান প্রভসিমরান সিং ও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শশাঙ্ক সিং। দুজনের কারও জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকায় (আনক্যাপড) কম খরচেই তাঁদের রেখে দিতে পেরেছে প্রীতির দল।
প্রভসিমরানের জন্য ৪ কোটি টাকা (৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা) ও শশাঙ্কের জন্য ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা (৭ কোটি ৭৮ লাখ টাকা) খরচ হয়েছে।
মেগা নিলামের নিয়ম অনুযায়ী, স্কোয়াড সাজাতে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ১২০ কোটি টাকা (প্রায় ১৭০ কোটি টাকা) খরচ করতে পারবে এবং সর্বোচ্চ ২৫ খেলোয়াড় কিনতে পারবে। প্রভসিমরান ও শশাঙ্কের পেছনে প্রীতির দলের ব্যয় হয়েছে সাড়ে ১৩ কোটি টাকার কাছাকাছি। ফলে দলটির 'থলিতে' এখনো ১৫৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা রয়ে গেছে, যা দিয়ে তারা আরও ২৩ ক্রিকেটারকে কিনতে পারবে। সবচেয়ে কম খেলোয়াড় ধরে রাখায় নিলামে সবচেয়ে বেশি চারটি আরটিএম (রাইট টু ম্যাচ) কার্ডও ব্যবহার করতে পারবে পাঞ্জাব।
শুধু দল ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রেই নয়, কোচিং স্টাফেও বদল এনেছে পাঞ্জাব। ট্রেভর বেলিসকে সরিয়ে কিংবদন্তি রিকি পন্টিংকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পন্টিংয়ের কোচিংয়ে ২০১৫ সালে চ্যাম্পিয়ন হয় মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, ২০২০ সালে রানার্সআপ হয় দিল্লি ক্যাপিটালস। নিলামে অংশ নিতে পন্টিংও গেছেন জেদ্দায়। তাঁর আগমনে প্রীতি পাঞ্জাব কতটা শক্তিশালী দল গড়তে পারে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

ইসরায়েলের হামলায় লেবাননের ফুটবলার কোমায়

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের হামলায় আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন লেবানন ফুটবলার সেলিন হায়দার। বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে নিজের বাসার পাশে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমাবর্ষণে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে কোমায় আছেন সেলিন। ১৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার সম্প্রতি লেবানন জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। সামনেই ওয়েস্ট এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার কথা।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, ইসরায়েলের টানা সামরিক হামলার মধ্যে সেলিনের পরিবার আগেই বৈরুতের বাইরে পালিয়ে গেছে। তবে অনুশীলনের জন্য শহরের বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন সেলিন। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বোমাবর্ষণের আগাম ঘোষণা দিলেই তিনি নিরাপদে সরে যাবেন- এমনটাই বলেছিলেন পরিবারকে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়ে ওঠেনি। শনিবার ইসরায়েল সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যখন বৈরুতের বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হয়, সেলিন তখন ঘুমে। পরিবার থেকে ফোন করে যতক্ষণে দ্রুত বের হয়ে যেতে বলা হয়, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ইসরায়েলের যুদ্ধবিমান বোমাবর্ষণ শুরু করলে সেলিন একটি মোটরবাইকের ওপর ছিটকে পড়েন। এ সময় শ্রাপনেলের আঘাতে মাথায় গুরুতর জখম হন সেলিন। মাথার খুলিতে একাধিক ফাটল এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এই হামলার বিষয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী কোনো তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেনি।
সেলিনের কোচ সামার বারবারি রয়টার্সকে জানান, তাঁকে এখন বৈরুতের সেন্ট জর্জ হাসপাতালের নিবিড় চিকিৎসা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। সেলিনের বাবা আব্বাস হায়দার বলেন, 'আমি কখনোই ভাবিনি ওর মতো একটা মেয়ে থাকবে আমার। ও স্বপ্ন আর সাহসে ভরা একটি মেয়ে। আমাকে সব সময়ই বলত "দেখো, এক দিন আমি স্বপ্ন পূরণ করব"।' এক বছরের বেশি সময় ধরে ইসরায়েলের বাহিনীর হামলায় আহত হয়েছে সেলিনের মতো ১৫ হাজারের বেশি মানুষ। যে হামলার তীব্রতা গত দুই মাসে বেড়েছে। ইসরায়েল বলছে, তারা সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অবকাঠামোয় হামলা চালাচ্ছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, ৬৭০ নারী ও ২৩০ শিশুসহ এখন পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন।
সেলিন এরই মধ্যে দুবার লেবানন অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। এর মধ্যে আছে ২০২২ ওয়েস্ট এশিয়া কাপ জয়ও। সম্প্রতি জাতীয় দলেও জায়গা হয়েছে তাঁর।

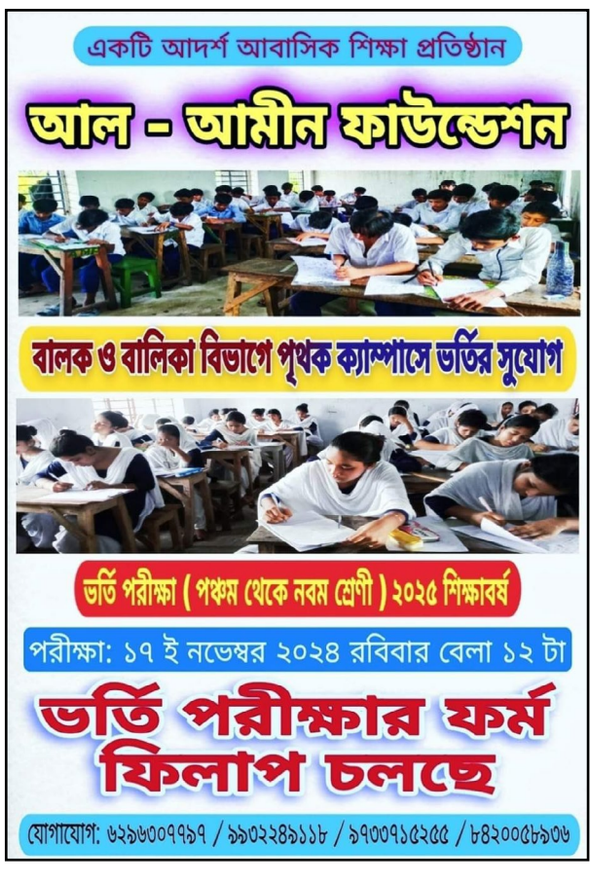

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**